প্রথম অংশ

অনুসন্ধান, বিষয় বিবরণ ও সমীক্ষা

প্রথম অধ্যায়

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তথ্য উৎসাদির অনুসন্ধান, প্রকাশনা সমীক্ষা ও বিষয় বিশ্লেষণ

- **অধ্যায়ের উপবিভাগ সমূহ :**

০	**অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও বিন্যাস**
১	**ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সংগ্রহ – বাংলা ও ইংরাজি ভাষার গ্রন্থ, গ্রন্থধৃত রচনা ও পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সমীক্ষা**
২	**ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও ইংরাজি ভাষার গ্রন্থপঞ্জি ও আকর গ্রন্থের আলোচনা**
৩	**ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থের মুদ্রণ, অলঙ্করণ, গ্রন্থচিত্রণ ও প্রকাশন**
৪	**ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত গ্রন্থের সূচি, পঞ্জি, ডাটাবেস ও সংরক্ষণ**
৫	**দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রদর্শনী, কর্মশালা, সেমিনার ও আলোচনা**
৬	**তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও গবেষণার উপযোগীতা**

০ অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও বিন্যাস

" যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংগ্রহ : একটি বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা ও সুবিন্যস্ত সূচি " বিষয়টির উপর গবেষণা করার উদ্দেশ্যে গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য উৎসের সমীক্ষার জন্য এই বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জি, ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি, বুক্স ইন প্রিন্ট ফ্রম ওয়েষ্টবেঙ্গল অ্যান্ড ফেয়ার ডাইরেক্টরি, বাংলা গ্রন্থের বিভিন্ন প্রকাশক তালিকা, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জি, পি. আর. অ্যাক্টে জমা পড়া তালিকা দেখা ছাড়াও মানব তথ্য উৎস (Human Source) অনুসন্ধানের জন্য বিষয় বিশেষজ্ঞ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থবিভাগের সঙ্গে যুক্ত প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ও ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করে নিশ্চিন্ত হয়ে বিষয়টি নিয়ে গবেষণায় রত হই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যা. বি. গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের খবর নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা মহুয়া সরকারের " রেয়ার ডকুমেন্টস্ অ্যান্ড বুকস : দ্য সেন্ট্রাল লাইব্রেরি যাদবপুর ইউনিভার্সিটি " নামে কেবলমাত্র একটি চার পৃষ্ঠার ইংরাজি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। [১]

বিভিন্ন তথ্য উৎস থেকে পাওয়া এই বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সকল গ্রন্থ, গ্রন্থধৃত ও পত্রপত্রিকার রচনা, গ্রন্থপঞ্জি, গবেষণাপত্র, ডিসার্টেশন, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ডিজিটাল আর্কাইভ ও ওয়েবসাইট ইত্যাদির সন্ধান পেয়েছি, সেগুলি বিষয়ের পোটেন্সি অনুযায়ী নির্দিষ্ট শিরোনামের অধীনে প্রথমে বাংলা ভাষার গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা তারপরে ইংরাজি ভাষার গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার রচনা বর্ণানুক্রমে বিন্যাসিত করে সমীক্ষা ও পর্যালোচনার কাজ করেছি। এর সঙ্গে যোগ করেছি আমার দেখা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রর্দশনী ও ওরাল হিস্ট্রির বেশ কিছু তথ্য, যথা ওয়ার্কশপ, সেমিনার, আলোচনাসভা, বক্তৃতায় উঠে আসা প্রসঙ্গ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহ দাতাদের জীবনীর তথ্য উৎসগুলি সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের শেষে গ্রন্থপঞ্জিতে দিয়েছি। নিম্নে আলোচিত প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ের গ্রন্থাদি আমাকে এই বিষয়টির ব্যাপ্তি জানতে ও জ্ঞানার্জনে সাহায্য করেছে, আমাকে ঋদ্ধ করেছে যা গবেষণাপত্রের কোনো না কোনো অংশের আলোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

এই অধ্যায়ে গবেষণার সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির উপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ও সমীক্ষা করে পরিশিষ্ট অংশে বাকী গ্রন্থাদির বর্ণানুক্রমিক সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন করেছি শুধুমাত্র

এই বিষয়ের প্রামান্য তথ্যগুলি এক জায়গায় সংবদ্ধ ও একনজরে আনার জন্য, যা গ্রন্থপঞ্জিগতভাবে বিষয়টিকে সম্পুর্নতা দান করবে এবং এই বিষয় নিয়ে যারা ভবিষ্যতে গবেষণা করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করবে তাদের কাজে আসবে। যে যে শিরোনাম বা উপবিভাগের অধীনে সমীক্ষা ও তথ্য পরিবেশনের বিন্যাস করেছি সেগুলি হল (১) ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সংগ্রহ – বাংলা ও ইংরাজি ভাষার গ্রন্থ, গ্রন্থধৃত রচনা ও পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সমীক্ষা (২) ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও ইংরাজি ভাষার গ্রন্থপঞ্জি ও আকর গ্রন্থের আলোচনা (৩) ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থের মুদ্রণ, অলঙ্করণ, গ্রন্থচিত্রণ ও প্রকাশন (৪) ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত গ্রন্থের সূচি, পঞ্জি, ডাটাবেস ও সংরক্ষণ (৫) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রদর্শনী, কর্মশালা, সেমিনার ও আলোচনা। প্রকাশনা সমীক্ষাটি নিম্নরূপ –

১ ঊনবিংশ শতাব্দীর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সংগ্রহ – বাংলা ও ইংরাজি ভাষার গ্রন্থ, গ্রন্থধৃত রচনা ও পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সমীক্ষা

১. ১ অরুণ ঘোষের সংকলন ও সম্পাদনা " বই যথা : নির্বাচিত রচনা-সংকলন " গ্রন্থটির বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পাঠ ও বিবরণ, গ্রন্থপ্রেমীদের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহ কাহিনী, কলকাতায় বাংলা গ্রন্থ প্রকাশন ও ব্যবসার কথা সুচারুরুপে ফুটে উঠেছে। সংকলিত রচনাগুলির মধ্য থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আসা রাধাপ্রসাদ গুপ্তের ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ কিভাবে তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল (*দেখুন* "জোড়া গির্জের নির্মল কুমার") ও বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের বর্ণনা (*দেখুন* শঙ্খ ঘোষের লেখা "বিমলাপ্রসাদের ঘর") দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আহরণের কাহিনী জানতে আমাদের সাহায্য করে। [২]

১. ২ অরুণ মুখোপাধ্যায়ের " এই বাংলার শতায়ু গ্রন্থাগার " গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শতবর্ষ অতিক্রান্ত ৬১ টি প্রাচীন গ্রন্থাগারের কাহিনী ছাড়াও শনাক্ত করেছেন ১১টি লুপ্ত প্রাচীন গ্রন্থাগার। প্রতিষ্ঠা থেকে প্রসার, সূচনা থেকে উত্থানের ধারা বিবরণী ছাড়াও লেখক পাঠকের গোচরে এনেছেন কোন গ্রন্থাগারের সংগ্রহে কী মণিমুক্তার সঞ্চয় রয়েছে। গবেষণাধর্মী ও ক্ষেত্রসমীক্ষার ফল এই গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থাগারে বাংলার বিশিষ্টজন, কবি, সাহিত্যিক প্রমুখদের কি কি ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ দান করা হয়েছে তার হদিশ পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। এছাড়াও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহগুলির সংরক্ষণ ও ব্যবহার সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, গ্রন্থাগারিকদের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করি। [৩]

১. ৩ অলোক রায়ের " বইয়ের জগৎ : প্রবন্ধগ্রন্থ "-এ লেখক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পুরানো ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের একটি সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট, কলেজ স্ট্রিট ও বটতলা অঞ্চলের প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সাজান অধ্যায়গুলি যথা 'বইয়ের জগৎ', 'পুরনো বইয়ের জগৎ', 'বইসংগ্রহ', 'পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহ' খুবই ব্যতিক্রমি রচনা যেখান থেকে জানতে পারছি যে, বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর বহু গ্রন্থ আজ দুষ্প্রাপ্য। কলকাতার প্রাচীন গ্রন্থাগার নিয়ে দুটি প্রবন্ধ রচনা 'গ্রন্থাগার স্মৃতি' ও 'গ্রন্থাগার-সংস্কৃতি' খুবই তথ্যবহুল। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিয়ে লেখকের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহণীয় বলে মনে করি।

আত্মকথা ঢঙে শ্রী রায়ের রচনাগুলির মধ্য থেকে জানতে পারি যে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ড. এস. আর. রঙ্গনাথন প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের আউট অফ প্রিন্ট দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলিকে রক্ষা করার জন্য যে কোনো মূল্যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এই দায়িত্ব পালন করতে পারে। একথা অবশ্য ড. রঙ্গনাথন প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিক কুণাল সিংহকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। লেখক ও তার ভাই শ্রী অশোক রায় এরা দুজনেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রাহক,

তাদের মূল্যবান ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ রয়েছে এবং এনাদের মাতামহ শ্রী মন্মথ ঘোষ (প্রয়াত) সুবিশাল ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন। [৪]

১. ৪ আদিত্য ওহদেদার তার " বই বিচিত্রা " গ্রন্থে মুদ্রিত গ্রন্থের এক বিপুল বৈচিত্রময় চিত্তাকর্ষক ইতিহাস ১৩টি অধ্যায়ের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রন্থের প্রাচীন রূপ যথা ক্লে ট্যাবলেট, শিলালিপি, স্ক্রল বই, কোডেক্স, ব্লক বই সহ বাংলা মুদ্রণের শুরুর কাহিনী যেমন কাঠ খোদাই গ্রন্থ, তুলট কাগজ, তালপাতার পুঁথি ছাপার নানান কথা, গ্রন্থের বাহ্যিক আকৃতির বিবর্তন ও রকমফের, ভেল্লাম, পার্চমেন্ট ইত্যাদির বাঁধাইয়ের রকমফের সহজ কথায় আলোচিত হয়েছে। রাজা, জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পুরোনো ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংগ্রহ কাহিনী টুকরো টুকরো কথায় তুলে ধরা ছাড়াও মুঘল, ইংরেজ আমল থেকে বর্তমান সময় কাল পর্যন্ত গ্রন্থের মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বইব্যবসা, গ্রন্থবিদ্যা ও গ্রন্থেতিহাসের এক অনবদ্য দলিল। [৫]

১. ৫ কুণাল সিংহের " পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন গ্রন্থাগার ও নথিপত্র সংগ্রহ " গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের ৩৮টি বিভিন্ন ধরনের পুরাতন গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংগ্রহের তালিকা ও ইতিহাস তুলে ধরেছেন। গ্রন্থাগারগুলির সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির তালিকাকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কি কি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গ্রন্থসংগ্রহ সংরক্ষিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংরক্ষণ এবং প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলির সূচি না হওয়ায় শ্রী সিংহের উদ্বেগ ও পরামর্শ বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। এই বিষয়ে লেখকের অন্য একটি প্রকাশিত গ্রন্থ হল " প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহ : পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ " (কলকাতা : ওয়াল্ড প্রেস, ১৯৭২. ১৯৯ পৃ.)। [৬]

১. ৬ অরুণ ঘোষের " ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার " প্রবন্ধে গ্রন্থপ্রেমিকদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গড়ে তোলার কাহিনী, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ কেনার অভিজ্ঞতা ও গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। লেখকের পরামর্শ হল গ্রন্থাগারের বিষয় বৈশিষ্ঠ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহগুলি গ্রন্থাগারে গ্রহণ করা উচিত। তা না হলে গ্রন্থাগারের চরিত্র নষ্ট হয় ও সর্বোপরি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থব্যবহার না হয়ে কালে কালে বিনষ্ট হয়ে যায়। [৭]

১. ৭ প্রমথ চৌধুরীর " গ্রন্থাগার " গ্রন্থধৃত রচনাটিতে লেখক সহজ সুন্দর কথায় ব্যক্তিগত লাইব্রেরির চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন " বাংলায় একে খাস লাইব্রেরী বলা যেতে পারে। . . . মনে রাখবেন এই ঘরাও লাইব্রেরীই হচ্ছে লাইব্রেরীর আদি বিগ্রহ – যা কালক্রমে সামাজিক লাইব্রেরীতে পরিণত হয়েছে। পুস্তকপ্রেমী বা পুস্তকপ্রণয়ীদের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহ করার প্রসঙ্গে বলেছেন " Rare books অর্থাৎ দুর্লভ গ্রন্থসংগ্রহ করবার দিকে এঁদের একটা আন্তরিক ঝোঁক থাকে, এর ফলে এঁরা অনেক গ্রন্থ আবিস্কার করেন ও সযত্নে রক্ষা করেন যাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সাধারণ লোকের অগোচর। এই প্রবৃত্তির ফলে তাঁরা অনেক গ্রন্থ লৌকিক বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করেন – যাতে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসের ঐশ্বর্য বেড়ে যায়। অধিকাংশ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অপ্রাপ্য থাকাতে সাহিত্যের কিম্বা সমাজের কোন্‌ও ক্ষতি নেই কিন্তু মাঝে মাঝে এই রেয়ার বুকস- এর মধ্যে আমরা অমূল্য রত্নের সাক্ষাৎ পাই। " [৮]

১. ৮ মানসী সাঁতরার " কোডেক্স : আধুনিক গ্রন্থের পূর্বসূরী " প্রবন্ধে কোডেক্স ও স্ক্রল বইয়ের ইতিহাস, নির্মাণ পদ্ধতি, বর্তমানে অস্তিত্বশীল বিভিন্ন প্রকার কোডেক্সের বিবরণ দিয়েছেন যা থেকে গ্রন্থনির্মাণের প্রাচীন ইতিহাসের সুস্পষ্ট বিবরণ জানা সম্ভব হয়েছে। [৯]

১. ৯ রাধাপ্রসাদ গুপ্ত তাঁর " বইপাগল বাঙালি " প্রবন্ধে (রচনাকাল ১৫ মে, ১৯৮৮) আক্ষেপ করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বিশেষত কলকাতার বিশিষ্ট গ্রন্থপ্রেমীদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি যে ভাবে দান বা রাস্তায় ছড়িয়ে বিক্রি বা অযত্নে পড়ে নষ্ট ও বেহাত হয়ে যাচ্ছে, সেগুলি ধ্বংসের হাত

থেকে কিভাবে রক্ষা করা যাবে তার উত্তর আমার জানা নেই। পুস্তকপ্রেমীরা কলকাতার বটতলা, কলেজ স্ট্রিট ইত্যাদি অঞ্চল থেকে সেকালে কিভাবে গ্রন্থসংগ্রহ করতেন সেইসব অজানা কাহিনী আমাকে ঋদ্ধ করেছে। ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা অধুনা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলির স্থায়ী সংরক্ষণ নিয়ে গ্রন্থপ্রেমী লেখকের সুচিন্তিত পরামর্শ আমাদের বেশ কিছু চিন্তার খোরাক যোগান দিয়েছে। [১০]

১. ১০ কার্টার, জনের " এ বি সি ফর বুক কালেক্টরস্ " গ্রন্থটি গ্রন্থপঞ্জি, গ্রন্থসংগ্রহ, গ্রন্থশিল্প ও ব্যবসা জগত সর্বোপরি গ্রন্থেতিহাসের অভিধান। ৪৯০ টির বেশি বর্ণানুক্রমিক প্রায়োগিক প্রতিশব্দের সংজ্ঞা, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুতকারক ও গ্রন্থপ্রেমীদের কাছে একটি ' হাউ টু বাইবেল '। নবরূপে প্রকাশিত (৮ম সং) গ্রন্থটি আধুনিক 'ওয়েব বেস্‌ড বুক কালেক্টিং' পরিচ্ছেদ সহ বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অন্তর্নিহিত বিষয়ের উত্তর দিতে সক্ষম, যার সম্পাদক হলেন কার্টারের ঘনিষ্ট বন্ধু নিকোলাস বার্কার। [১১]

১. ১১ কার্টার, জন তাঁর " টেষ্ট অ্যান্ড টেকনিক্ ইন বুক কালেকটিং " গ্রন্থে ব্যক্তিগত মতামত জানাতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষণে আরও একটি নতুন দুষ্প্রাপ্যতার স্তরের কথা শুনিয়েছেন – সন্দেহাতীত, প্রশ্নাতীত (absolute rarity) দুষ্প্রাপ্যতা। উনি বলেছেন, যে সব গ্রন্থ খুব কম সংখ্যায় মুদ্রিত হয় সে সব গ্রন্থের চরম, সন্দেহাতীত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের স্তরে যাবার সম্ভবনা আছে। আরও একটি দুষ্প্রাপ্যতার কথা কার্টার শুনিয়েছেন। তা হল আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ (relative rarity)। কার্টার এর মতে যে সব গ্রন্থ কখনও কখনও বাজারে পাওয়া যায় আবার কখনও কখনও দুর্লভ হয়ে যায় সে সব গ্রন্থগুলিকে আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বলা যেতে পারে। [১২]

১. ১২ কেভ, রডরিক তাঁর " রেয়ার বুক লাইব্রেরিয়ানশিপ " গ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনায় বলেছেন, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অজস্র সংজ্ঞা পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংজ্ঞাগুলি ব্যক্তিগত সংজ্ঞা, আত্মগত মতামত বলেই মনে হয়, অর্থাৎ বস্তুনিষ্ট নয়। তবু এইসব সংজ্ঞাগুলির মধ্যে একটা যুক্তি, শৃঙ্খলা, ক্রমবিন্যাস দেখানোর প্রচেষ্টা আছে। যেমন - দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, ভীষণ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, অতিরিক্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বা অতিমাত্রায় দুষ্প্রাপ্য, বেশী মাত্রায় দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদি। [১৩]

১. ১৩ জেরেমি এম. নরমানের মতে, দুষ্প্রাপ্য হিসাবে কোন গ্রন্থকে বিবেচনা করতে হলে ছয়টি বিশেষ লক্ষণ পরীক্ষা করা প্রয়োজন। তা হল - গ্রন্থটির দুর্লভতা, গ্রন্থটিতে আলোচিত বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা, গ্রন্থটির বাহ্যিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য, গ্রন্থের মুদ্রণ-স্থান এবং মুদ্রণের তারিখ, সম্পর্ক (Association) ও গ্রন্থটির অবস্থা। নরমান একজন প্রাচীন নিদর্শন বা পুরাতত্ত্ব সংক্রান্ত বা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থবিক্রেতা (Antiquarian Book seller)। প্রত্নবিষয়ক গ্রন্থ অথবা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংজ্ঞা কী ? হামেশাই ওকে এই প্রশ্নের সন্মুখীন হতে হয়। তার মতে প্রশ্ন দুটি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট কিন্তু সর্বত্র বিরাজমান যা গ্রন্থব্যবসার জগতে একই অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। [১৪]

১. ১৪ ব্রিলাট, পেরি " দি রেয়ার বুক সেক্সন ইন দি লাইব্রেরি " গ্রন্থে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গ্রন্থসংগ্রহের শেলফ বিন্যাস, গ্রন্থগুলির সংরক্ষণ কিভাবে করা উচিত তা বর্ণিত হয়েছে। কোন গ্রন্থাগারে একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থবিভাগে কি কি গ্রন্থ রাখতে হবে, এই বিভাগের প্রয়োজনীয় উপাদান, টুল, সর্বোপরি বিভাগটিকে কিভাবে গড়ে তুলতে হয় তা বর্ণনা করা হয়েছে। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য যথা গ্রন্থের টেকস্ট, মুদ্রণ, হরফ (Typography), অলংকরণ (Illustration), ফর্মাট ও মেটিরিয়াল, বাঁধাঁই ইত্যাদি বিষয়গুলি গ্রন্থটি থেকে জানতে পারি।

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থবিভাগের একজন ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কি কি করণীয় তথা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাগারিকতার দিকটি বিশেষভাবে উন্মোচিত হয়েছে যাতে করে আমরা আমাদের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থবিভাগগুলিকে যত্ন ও রক্ষা করতে পারি। জানতে পারছি বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞরা সকলে মিলে একমত হয়েছেন যে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থবিভাগের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি

সেন্ট্রিগ্রেটের মধ্যে, আপেক্ষিক আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশের মধ্যে (যেখানে আদ্রতার বিপদজনক মাত্রা ৪০ শতাংশ ও ৭০ শতাংশ), আর্কাইভাল বাঁধাই এর বাফার কাগজের ক্ষেত্রে অ্যাসিড ফ্রি ও হাতে তৈরী কাগজ ব্যবহার, পোকামাকড় নিয়ন্ত্রনে যথেচ্ছ কীটনাশক রাসায়নিকের পরিবর্তে সিট্রানিলা জাতীয় দেশীয় ভেষজ প্রতিষেধক এর ব্যবহার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। [১৫]

১. ১৫ পোলার্ড, এ. ডব্লিউ (বিখ্যাত গ্রন্থপঞ্জিকার) গ্রন্থসংগ্রাহক সম্পর্কিত প্রবন্ধে গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা বিষয়ে একটি মূল্যবান ও দরকারি মন্তব্য করেছেন। পোলার্ড বলেছেন যে, যে সব গ্রন্থ গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের জন্যে অথবা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবার জন্যে বা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হবার সম্ভবনা আছে, এমন সব গ্রন্থ গ্রন্থসংগ্রাহকরা সংগ্রহ করতে আগ্রহ দেখান। [১৬]

১. ১৬ " কনজার্ভ ও গ্রাম " নামক টেকনিক্যাল লিফলেট সিরিজ-এর অনলাইন প্রকাশনায় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রথাগত সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনায় বলা হয়েছে যে – প্রয়োজনীয়তা, দুষ্প্রাপ্যতা, বয়স, বাহ্যিক অবস্থা, নান্দনিক গুনাবলি, সাহচর্য বা সম্পর্ক (Association) অথবা গ্রন্থের বিষয়ের কারণে যখন কোন গ্রন্থের চাহিদার তুলনায় জোগান কমে যায় তখনই সেই গ্রন্থের মূল্য বেড়ে যায় এবং গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। যদি কোন গ্রন্থের চাহিদা না থাকে তাহলে অন্যান্য শর্তগুলি প্রযোজ্য হলেও গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হয় না। বাজারে চাহিদা না থাকলে কোন গ্রন্থেরই মূল্য থাকে না। [১৭]

২ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও ইংরাজি ভাষার গ্রন্থপঞ্জি ও আকরগ্রন্থের আলোচনা

যদিও আমার গবেষণা যা. বি. গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক, তথাপি আজ পর্যন্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের কি কি গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশিত হয়েছে বা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত বিশেষ করে বাংলা ভাষার কি কি গ্রন্থ রয়েছে সেগুলি জানার আগ্রহে বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জির অনুসন্ধান করি, যা আজ দুষ্পাপ্য। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে ঠাসা বাংলা ও ইংরাজি ভাষার ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থের সেই সব উল্লেখযোগ্য কিছু আকর গ্রন্থপঞ্জি হল –

২. ১ লং, জেমসের "গ্রন্থাবলী, অর্থাৎ, লং সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত বঙ্গভাষার পুস্তক সকলের নাম" (শ্রীরামপুর, হুগলী : শ্রীরামপুর প্রেস, ১৮৫২) - ১৭ x ৯ সেন্টিমিটারের প্রতি পৃষ্টায় দুটি স্তম্ভ, ২৭ থেকে ২৮ লাইন সমন্বিত ২৫ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটি শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয় থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। তালিকাটির আখ্যার কোথাও কোথাও প্রথমাংশ, মধ্যমাংশ বা শেষাংশের তথ্য বাদ গিয়েছে। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের গবেষণায় (দেখুন "বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা – প্রথম খন্ড (১৭৪৩ হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ") গ্রন্থাবলির অসম্পূর্ন ও অসামঞ্জস্য তথ্যগুলি খুঁজে সম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টা গ্রন্থপঞ্জিকার ও সূচিকার তথা গ্রন্থাগারিকদের কাছে অত্যন্ত শিক্ষণীয়।

২. ২ Catalogue of books registered in the Presidency of Bengal during the quarter ... চলতি কথায় এর নাম বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ যেখানে ১৮৬৭ খ্রি. প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট চালু হবার পর এই সময়কাল থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ ও পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া যায়। গবেষণার কাজে গ্রন্থের সন্ধান দেয় এই সূচি। প্রথমদিকের তালিকাগুলি খুবই ছিন্ন ভিন্ন, অবশ্য বর্তমানে এই সূচির ডিজিটাইজেশন হচ্ছে। এই তালিকাটি ক্রমচয়িত নয়, কোনো নির্ঘন্ট নেই, তাছাড়া বাংলা গ্রন্থের বিবরণ রোমান হরফে লেখায় এই পঞ্জি ব্যবহার করতে খুবই অসুবিধা হয়।

২. ৩ Blumhardt, J. F., comp. The British Museum Catalogue of Bengali printed books in the library of British Museum . London : British Museum, 1886. V. 1

এই গ্রন্থে ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের হদিশ মেলে। পরবর্তী দুটি সংযোজন প্রকাশিত হয়েছে ১৯১০ ও ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে। একটি বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়

১৯৩৯ খ্রি. পর্যন্ত ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে থাকা গ্রন্থ এই তালিকায় পাওয়া যাবে। অন্য একটি তালিকা হল Catalogue of the Library of the India Office, Vol. II, part – IV : Bengali, Oriya and Assamese books যা ১৯০৫ খ্রি. প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ খ্রি. যে সংযোজন প্রকাশিত হয় তাতে কেবল ১৯০৫ থেকে ১৯২০ খ্রি. মধ্যে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা রয়েছে।

২. ৪ Long, James. A descriptive catalogue of Bengali works, containing a classified list of fourteen hundred Bengali books and pamphlets which have issued from the press during the last sixty years with occational notices of the subjects, the prices and where printed. Calcutta, 1855.

এই গ্রন্থে বাংলা ছাপাখানার শৈশব অবস্থা থেকে ছাপা যা মোটামুটি ১৭৯০ খ্রি. থেকে ১৪০০ টি গ্রন্থ ও পুস্তিকার হদিশ মেলে। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের আরও দুটি আকর গ্রন্থ হল –

২. ৫ National Library. Catalogue of printed books in the Asutosh collection. Calcutta : Government of India Press, [19--] 4 v.

২. ৬ Wenger, John. A catalogue of Sanskrit and Bengalee publications printed in Bengal. Calcutta, 1865.

আরও একটি গ্রন্থপঞ্জি (মহঃ) মুফাক্করল হোসেনের ২ খন্ডের ২০০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ, যা কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে দেখা যাবে।

এই সকল পুরাকীর্তি দেখতে দেখতে নস্ট্রালজিয়ায় ডুবে অনুসন্ধান করতে শুরু করি আরও বেশ কিছু গ্রন্থপঞ্জির। সংগ্রহ করতে থাকি অধুনা প্রকাশিত কিছু গ্রন্থপঞ্জি। এই পর্যায়ে অনুসন্ধানের আরও কিছু গ্রন্থপঞ্জি হল –

২. ৭ অভিজিৎ কুমার ভৌমিক এর " হাওড়া জেলার সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথির দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা " সঙ্কলনটি গবেষক, বিদ্বজ্জন, ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পাঠকদের দীর্ঘ দিনের চাহিদা পূরণ এবং বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। [১৮]

২. ৮ " ইউনিয়ন ক্যাটালগ অব বেঙ্গলি বুকস্ এন্ড পিরিয়ডিক্যালস্ : হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তক ও পত্রিকার যৌথ তালিকা " গ্রন্থটি হুগলী জেলার ৫০ টিরও বেশি প্রাচীন গ্রন্থাগারের ১৭৭৬ – ১৮৬৬ খ্রি. মধ্যে প্রকাশিত ইংরাজি ও বাংলা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার একটি যৌথ সূচি। [১৯]

২. ৯ ডিল, ক্যাথরিন স্মিথের " আরলি ইন্ডিয়ান ইম্প্রিন্ট : অ্যান একজিবিশন ফ্রম দ্য উইলিয়াম কেরি হিস্টোরিক্যাল লাইব্রেরি অফ শ্রীরামপুর " গ্রন্থে ১৯৬২ খ্রি. অক্টোবর মাসে শ্রীরামপুরের কেরী গ্রন্থাগারে গ্রন্থ তালিকাতে প্রদর্শিত অর্থনীতি, শিক্ষা, ইতিহাস, সাংবাদিকতা, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, ধর্ম ও বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রতিটি গ্রন্থমুদ্রণের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মুদ্রণের ইতিহাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। [২০]

২. ১০ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সংকলনায় " মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থাদির তালিকা, ১৭৪৩ – ১৮৫২ " বাংলা ভাষা, সাহিত্য, মানবিক বিদ্যা, বিজ্ঞান, শিল্প কলা প্রভৃতির একটি দুষ্প্রাপ্য আকরগ্রন্থ। এই তালিকাটির ৪ টি ভাগ। যথা ১ম - লঙ সংকলিত 'গ্রন্থাবলি'র যথাযথ পুনর্মুদ্রণ, ২য় - লঙ সংকলিত 'গ্রন্থাবলি'র যথাসম্ভব সনাক্তকরণ, ৩য় - গ্রন্থাবলিতে অনুল্লিখিত অথচ ১৮৫২ খ্রি. ও তার পূর্বে মুদ্রিত গ্রন্থাদির বর্ণানুক্রমিক তালিকা, ৪র্থ - ১৮৫২ খ্রি. ও তার পূর্বে মুদ্রিত ইংরাজি ও বাংলা ভাষার আখ্যাপত্র যুক্ত বাংলা গ্রন্থাদির রোমান বর্ণানুক্রমিক তালিকা। আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেনের প্রিয়তম ছাত্রদের অন্যতম, বাংলা পুঁথি জগতের প্রবাদ পুরুষ, অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সুদীর্ঘ

জীবনের গবেষণার ফল এই পঞ্জি। ১৮৫২ খ্রি. মুদ্রিত রেভারেন্ড জেমস লঙের তালিকাকে উদ্ধার করে তিনি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পঞ্জি সংকলনে তার অতুলনীয় দক্ষতা, বৈজ্ঞানিক মন ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় রেখেছেন যা গবেষক মহলে পরম আগ্রহের। [২১]

২. ১১ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্কলনায় ও শ্রী সুনীল বিহারী ঘোষের তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় " মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পঞ্জি, ১৮৫৩ – ১৮৬৭ " গ্রন্থটিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় ২৯৯৩ টি গ্রন্থের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্মত পঞ্জি সংকলিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও জেমস লং সহ বিভিন্ন সূচি থেকে মিলিয়ে মিলিয়ে অতি যত্নের সঙ্গে প্রস্তুত গ্রন্থপঞ্জিটি গ্রন্থকার অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়েছে। বর্তমানে আউট অফ প্রিন্ট এই গ্রন্থটি ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজবিজ্ঞান গবেষণার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ আকরগ্রন্থ। [২২]

২. ১২ সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরীর " আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলা রচিত রচনার ক্রমবিকাশ, ১৮৫০-১৯০০ " গবেষণাপত্রটি (যা পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়) গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান ভিত্তিক ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে মহিলা সাহিত্য ও মহিলা প্রসঙ্গ সম্পর্কিত ইতিহাস আলোচনা, তথ্য ও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়িত সংকলন। [২৩]

২. ১৩ সরস্বতী মিশ্রের " নির্বাচিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থপঞ্জী : গ্রন্থাগার সংগ্রহ, ১৬৪৮-১৯০০ " গ্রন্থপঞ্জিতে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের ঊনবিংশ শতাব্দীর ৮৯৫টি বাংলা ও ১০৫টি ইংরাজি ভাষার মোট ১০০০টি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পঞ্জি সংকলিত হয়েছে। তালিকাটি লেখকের নাম অনুযায়ী বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত। প্রথমে গ্রন্থাগারের ডাক সংখ্যা, লেখক, আখ্যা, প্রকাশক, মুদ্রক, প্রকাশকাল, পৃষ্ঠা, মূল্য ও শেষে সংক্ষিপ্ত টীকা রয়েছে। জানা যাচ্ছে যে এই গ্রন্থাগারে ৫৫,০০০ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, সাময়িকপত্র ও পত্রিকা, পুঁথি রয়েছে যা প্রধানত ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের অনন্য গবেষণা ক্ষেত্র। [২৪]

২. ১৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সহ পশ্চিমবঙ্গের শতবর্ষ প্রাচীন বেশ কিছু সাধারণ গ্রন্থাগার তাদের গ্রন্থাগারের বাংলা গ্রন্থগুলির তালিকা প্রকাশ করত। যে সকল গ্রন্থাগারে গিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর পুরনো গ্রন্থতলিকা ও সূচি অনুসন্ধান করি সেগুলি হল - (১) চৈতন্য লাইব্রেরি : বাংলা পুস্তকের তালিকা. প্রথম ভাগ – দ্বাদশ ভাগ. কলিকাতা : চৈতন্য লাইব্রেরি, ১৯৪৯ - ১৯৬১. ১২ খ. (২) তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী : বাংলা পুস্তক তালিকা (১৪ই নভেম্বর ১৯৮০ খ্রি. পর্যন্ত). কলকাতা : তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯৮১. ১৮৫ পৃ. (৩) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয় : পুস্তক তালিকা : প্রথম খন্ড-বাংলা পুস্তক. কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৮ ব. (৪) বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী : বাংলা পুস্তক তালিকা. কলকাতা : বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী, ১৯৯২. ৩১০ পৃ. (৫) ভারতী পরিষদ : বাংলা গ্রন্থতালিকা, নবপর্যায়, সাধারণ বিভাগ. কলকাতা : ভারতী পরিষদ, ১৯৮১. ২০০ পৃ. (৬) শিশির কুমার ইনষ্টিট্যুট : বাংলা পুস্তক তালিকা. কলিকাতা : শিশির কুমার ইনষ্টিট্যুট, ১৩৭৮ ব. ? ১৬০ পৃ.। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত অর্থনীতি ও ইতিহাসের উপর দুটি গ্রন্থপঞ্জি যথা দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য সংকলিত " বাংলা ভাষায় অর্থনীতি চর্চা : নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী, ১৮০০–১৯৫০ " ও সুনীলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত " বাংলা ভাষায় ইতিহাসচর্চ্চা গ্রন্থপঞ্জী " গবেষকদের কাছে অত্যন্ত আগ্রহের।

২. ১৫ আশিস খাস্তগীর " উনিশ শতকের বাংলা গ্রন্থ " গ্রন্থধৃত রচনাটি বাংলা গ্রন্থমুদ্রণ ও প্রকাশনের সংখ্যাগত হিসাব নিকাশের একটি অনন্য দলিল। অনুসন্ধান ও গবেষণা করে লেখক লিখেছেন " উনিশ শতকে কত টাইটেলের কত গ্রন্থ, কত কপি ছাপা হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ হিসেব পাওয়া যাবে না। অনেক গ্রন্থ প্রচারের আলোয় আসেনি, অনেকে সরকারিভাবে প্রকাশনার নাম নথিভুক্ত করাননি। বহু গ্রন্থ ব্যক্তিগত সংগ্রহে থেকে অযত্নে নষ্ট হয়েছে, পাঠ্যগ্রন্থ অবহেলায় ধ্বংস হয়েছে। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে সব গ্রন্থ যে নথিভুক্ত হয়েছে এমন নয়। বর্তমানে সে তালিকার অবস্থাও এমন

শোচনীয় যে, পাঠোদ্ধার করা দুঃসাধ্য। যেটুকু উদ্ধার করা গেছে তাতে দেখছি ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত প্রাদেশিক ভাষায় (অর্থাৎ অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দি সহ) মোট প্রকাশনা প্রায় ৩০ হাজার। গড়ে ১৫০০ কপি ধরলে ছাপা হয়েছে অন্তত ৮ কোটি ৫০ লক্ষ কপি। এর মধ্যে বাংলা ভাষার গ্রন্থই সিংহভাগ। অন্তত ৩ কোটি তো বটেই। " (দেখুন পৃ. ৩৯৫)

বাংলা গান, শিশু শিক্ষা ও বর্ণ পরিচয়, বিজ্ঞানের পরিচয়, সহায়িকা বা নোটগ্রন্থ, অভিধান, ব্যাকরণ, জীবনী, ধর্ম, কৃষি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, বইয়ের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বিষয় বৈচিত্রে সম্বলিত গ্রন্থের অতি সংক্ষিপ্ত তালিকা ও বিবরণ বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে নতুন করে তুলে ধরেছে। [২৫]

২. ১৬ সুনীল বিহারী ঘোষ " একটি অপরিচিত বাংলা গ্রন্থসূচি " নিবন্ধটিতে (মিলনী ; পুনর্মিলন উৎসব স্মরণিকা '৯৯. কলকাতা : গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, যা. বি., ১৯৯৯. পৃ. ৮-১০) ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত Catalogue/of/Sanskrit and Bengali Books/ Processed under/The Descriptive of the Secretary of State/No. 53, dated the 24th July 1863 গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি রেভারেন্ড জেমস লং – এর তৈরী করা ৪টি বাংলা তালিকা ও বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের বিষয়বস্তুও উল্লেখ করেছেন। লেখকের আক্ষেপ, আমরা কজন এই মহামনীষীর (লং) কথা মনে রেখেছি যিনি যত্ন করে বাংলা শিখেছিলেন, ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নানা সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন, সর্বপরি ভারত চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এছাড়াও বিদগ্ধ এই গ্রন্থপঞ্জিবিদ লেখকের " মুদ্রিত বাংলা বইয়ের তথ্য–আকরগ্রন্থ " প্রবন্ধটি খুবই তথ্যবহুল। [২৬]

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রতিক কালে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের উপর থিসিস, গবেষণা হয়েছে একটি। সেটি হল – সনৎ ভট্টাচার্যের " বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বাংলা গ্রন্থ : বিষয় বিশ্লেষণ ও গবেষণার উপাদান " গবেষণাপত্র (২০১২) যেখানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ১৯৪০ খ্রি. আগে পর্যন্ত মাত্র ২৪৬ টি গ্রন্থের সূচিকরণ ও সারসংক্ষেপ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে ডিসার্টেশন হয়েছে মাত্র তিনটি। (১) চন্দ, জয়দীপ-এর ডেভেলপমেন্ট, কালেকশন অ্যান্ড সার্ভিসেস অফ সাম সেলেক্টেড ওল্ড পাবলিক লাইব্রেরিস্ ইন কলকাতা : অ্যান্ ইভ্যালুয়েটিভ স্টাডি (২০০২) (২) সুদীপ রায়-এর " কলকাতায় মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পঞ্জী, ১৮৬৮-১৮৭৫ " (২০০৯)। (৩) সুস্মিতা সরকার-এর " কলিকাতার কয়েকটি নির্বাচিত সাধারণ গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য বইয়ের যৌথসূচি " (২০০৬)।

২. ১৭ পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থ ছাড়া বাংলা ও ইংরাজি ভাষার পত্রপত্রিকার সংখ্যা কম নয়। গবেষণায় এই সকল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। যদিও বাংলা পত্রপত্রিকার সংগ্রহের অনুসন্ধান এই গবেষণা সন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত নয় তবুও দান ও ক্রয়ের মাধ্যমে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে যে সব সাময়িক পত্র পত্রিকার সংরক্ষণের কাজ চলছে তার হদিশ জানানো কর্তব্য বলে মনে করি। তাপস সাহা " কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা সাময়িক পত্রিকা " প্রবন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত ও এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত পত্রিকার যে সব তালিকা দিয়ে গবেষক পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চেয়েছেন তার কয়েকটি হল – আর্যদর্শন, পরিচারিকা (নবপর্যায়), অন্বেষা, গোপালভাঁড় : রহস্যজনক মাসিকপত্র, বামাবোধিনী, ভারতী, সাধনা, সাহিত্য, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ইত্যাদি। [২৭]

২. ১৮ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরণের বেশ কিছু গ্রন্থাগারের (জাতীয় গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় সহ অনান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ও বিশেষ বা গবেষণামূলক গ্রন্থাগার) কার্ডসূচি বা ওয়েবওপ্যাক গুলি অনুসন্ধান করলে ঊনবিংশ শতকের অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের হদিশ মেলে। এই মুহূর্তে যে দুটি গ্রন্থাগারের ডাটাবেস ও ফুল টেক্সট ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি হয়েছে যা ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে দেখা ও পিডিএফ আকারে ডাউনলোড করা যায় (১) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের নেটওয়ার্ক (West Bengal Public Library Network [বাংলা ও ইংরাজি গ্রন্থের ফুলটেক্সট পোর্টাল] *দেখুন* http://www.wbpublibnet.gov.in:8080/openenrichv41/LIBRARY_new/html/health_department.jsp?page=http://dspace.wbpublibnet.gov.in:8080/jspui এবং (২) স্কুল অফ কালচারাল টেক্সস অ্যান্ড রেকর্ডস, যা. বি. উদ্যোগে তৈরি " Bibliography system and location register of Bengali books - 1801–1867 ". *দেখুন* http://www.compcon-asso.in/projects/biblio/welcome.php

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত কিন্ডেল ছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত " ভাষা প্রযুক্তি ও গবেষণা পরিষদ " পরিচালিত www.rabindra-rachanabali.nltr.org সাইটে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের লেখা গ্রন্থ পড়া যায়। সম্প্রতি নজরুল ইসলামের রচনাবলিও ঐ সাইটে দেবার ব্যবস্থা করছেন পরিষদ কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ কালচারাল টেক্সট অ্যান্ড রেকর্ডস এর সৌজন্যে " বিচিত্রা : বৈদুতিন রবীন্দ্র-রচনাসম্ভার " পড়া যাচ্ছে bicitra.jdvu.ac.in সাইটে। শুধু তাই নয়, এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব পাণ্ডুলিপি (৪৭, ৫২০ পৃষ্ঠা) এবং পত্রিকায় ও পুস্তকাকারে মুদ্রিত সব প্রামান্য পাঠের (৯১, ৬৩৭ পৃষ্ঠা) বৈদুতিন সংস্করণ। এককথায় অসামান্য এই সাইটটি রবীন্দ্র অনুরাগী ও গবেষকদের কাছে এক আশ্চর্যরকম রূপকথার জগৎ।

৩ ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থের মুদ্রণ, অলঙ্করণ, গ্রন্থচিত্রণ ও প্রকাশন (বাংলা ও ইংরাজি হরফ)

সাম্প্রতিক কালে বাংলা মুদ্রণ ইতিহাস চর্চ্চার গুরুত্ব ও ব্যপ্তির জন্য এই বিভাগটিতে মূলতঃ বাংলা ভাষার গ্রন্থের অনুসন্ধান ও সমীক্ষা করা হয়েছে।

৩. ১ চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত " দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন " গ্রন্থটি বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত ৪১ টি প্রবন্ধের সংকলন যা তিনটি ভাগে বিভক্ত যথা মুদ্রণ (১৫ টি), প্রকাশন (১৪ টি) ও নানা প্রসঙ্গ (১১ টি)। পরিশিষ্টে রয়েছে গভর্নর-জেনারেল কাউন্সিলের জীর্ণ মূল কার্যবিবরণী থেকে উদ্ধার করা হ্যালেদের ব্যাকরণের মুদ্রণ সম্পর্কীত আলোচনা। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় আক্ষেপ করেছেন যে ১৯ শতকের বাংলা বইয়ের চিত্র ও অলংকরণের নিদর্শনগুলি অবহেলায় একে একে লুপ্ত হতে চলেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থে প্রায় ১৭৫ টির বেশি নির্বাচিত ফটোকপি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এগুলির আয়ু আরো কিছুকাল স্থায়ী হবে। পরিশেষে বাংলায় মুদ্রণ ও প্রকাশন সম্পর্কীত শ্রী প্রদীপ চৌধুরীর ৩৯১ টি সংলেখের (বাংলা ভাষার ২৮৯ টি ও ইংরাজি ভাষার ১০২ টি) ' নির্বাচিত পাঠপঞ্জি ' ছাত্র, লেখক ও গবেষক মহলে খুবই অপরিহায্য। [২৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অরুণকান্তি দাসগুপ্তের " ভারতবর্ষে মুদ্রণ যন্ত্র এবং মুদ্রিত গ্রন্থ – কয়েকটি কথা " প্রবন্ধে লেখক একজন বিদেশি লেখিকা Stark, Urike এর " An empire of books : the Naval Kishore Press and the diffusion of the printed word in colonial India (New Delhi : Parmanent Black, 2007) " গ্রন্থের আলোচনায় জানিয়েছেন – নোওলকিশোর তার জীবদ্দশায় প্রায় ৫০০০ পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন যার মধ্যে ২০০০ উর্দু ভাষার গ্রন্থ। স্টার্ক দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে ভারতবর্ষে অমূল্য হস্তলিখিত পান্ডুলিপি সম্ভার যথাযথভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে না। তার ফলে গবেষকরা তাদের প্রয়োজনীয় পান্ডুলিপি ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। (*দেখুন* গ্রন্থাগার. ৫৯, ২, ১৪১৬ ব. [২০১২]. পৃ. ৫১-৫৩)

৩. ২ দেবব্রত ঘোষের " বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ " প্রবন্ধটিতে বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনার আনুপূর্বিক বিবরণ দেওয়া আছে। বাংলা প্রকাশনার অলংকরণ শিল্পীদের নাম ও কাজের অসাধারণ সব ডিজাইন সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। লেখক আক্ষেপ করেছেন, প্রেসেই পড়ে থাকে কভার আর ইলাসট্রেশন।

তারপর ওখান থেকেই ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। এগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এখনই প্রয়োজন। [২৯]

৩. ৩ পীযুষকান্তি সরকারের " বাংলায় বর্ণপরিচয় " গ্রন্থটিতে বাংলা বর্ণমালার প্রাচীন রূপ যথা অশোকের ব্রাহ্মী লিপি, সিন্ধু উপত্যকার চিত্রলিপি, আদিবাসী গৃহ চিত্রকলা ও বাংলার শিলালিপি থেকে আধুনিক বর্ণমালার নিজস্ব রূপের রূপান্তরের চিত্র ফুটে উঠেছে। বিদ্যাসাগরের বাংলা বর্ণমালার বিস্তৃত তথ্যবহুল কাহিনী তুলে ধরার পাশাপাশি ৭ টি অধ্যায়ে লিপি ও অক্ষরের উদ্ভবের কথা, বাংলা মুদ্রণের বর্ণময় ইতিহাস সমৃদ্ধ এক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা বিবৃত হয়েছে যা বাংলা ভাষার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট, প্রকৃতি ও স্বরূপ জানতে খুবই জরুরী। [৩০]

১৮১৬ খ্রি. গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশিত " অন্নদামঙ্গল " কে প্রথম সচিত্র গ্রন্থ হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়। শিল্পী ছিলেন রামচাঁদ রায়। বাংলা গ্রন্থের প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ ও চিত্রণের কাজের গবেষণা, বিশ্লেষণী ইতিহাস সঠিকভাবে আজও হয়নি। অথচ বিদেশের প্রকাশনা জগতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ইদনিংকালের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থচর্চ্চাগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হল।

৩. ৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত " উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণ " গ্রন্থটিতে ১৮১৬-১৯০০ খ্রি. পর্যন্ত প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বাংলা গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে শতাধিক চিত্র। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ চন্দ্র বাগল, কমলকুমার মজুমদার প্রমুখের লেখাও স্থান পেয়েছে। হারিয়ে যেতে বসা উনিশ শতক জুড়ে বাংলা গ্রন্থের চিত্রণ ও মুদ্রণ চর্চার খন্ডচিত্র সত্যিই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ইতিহাসে মূল্যবান সংস্করণ। [৩১]

৩. ৫ শুভেন্দু দাসমুন্সী " টইপাড়ার টহলদারি " গ্রন্থটিতে ৯টি রচনায় বাংলা গ্রন্থ ও তার অঙ্গসজ্জা, বাংলা হাতের লেখা, হরফসজ্জা থেকে বইয়ের ছবি আর ছবির বইয়ের সঙ্গে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পাঠক, গবেষকদের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ধরা পড়েছে। গ্রন্থটি উনিশ ও বিশ শতকের প্রচ্ছদ ও অলকরণ, শিল্পের বিচারে বাংলা গ্রন্থের ইতিহাসে এক নতুন সংযোজন। [৩২]

৩. ৬ শ্রীপান্থের " যখন ছাপাখানা এল " গ্রন্থটি বাংলা ছাপাখানার সুত্রপাত ও তার সূচনাকালের কাহিনী। গবেষণালব্ধ এই গ্রন্থটি বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন সংক্রান্ত অজস্র তথ্য ও ৬৪ টি দুষ্প্রাপ্য ছবির সমন্বয়ে তৈরি বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসের এক অনন্য দলিল। বাংলা গ্রন্থ ছাপার ২০০ বছরের প্রাক্কালে রচিত এই গ্রন্থটি নতুন সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৬ খ্রি.। [৩৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম বাংলা মুদ্রাযন্ত্র কোথায় স্থাপিত হয়েছিল ? অতুল সুর ও শ্রীপান্থের মতে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ছিলেন প্রথম বাঙ্গালী মুদ্রাকর, প্রকাশক, সংবাদপত্র পরিচালক ও পুস্তক বিক্রেতা। যদিও সুকুমার সেন – এর মতে আরপুলি লেনস্থ হরচন্দ্র রায় স্থাপিত বাঙালী যন্ত্র হল প্রথম বাঙালী ছাপাখানা।

(অভিজিৎ নন্দী. গ্রন্থপাড়ায় বিদ্যাসাগর. *দেখুন* স্বপন চক্রবর্তী, *সম্পা.* মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা গ্রন্থ. কলকাতা : অবভাস প্রকাশনী, ২০০৭. পৃ. ১০৫)

৩. ৭ স্বপন চক্রবর্তীর " মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা গ্রন্থ " গ্রন্থটি বাংলা গ্রন্থেতিহাসের এক অনবদ্য সংযোজন। সম্পাদকের কথায় বাংলা ছাপা বইয়ের ইতিহাস বাদ দিয়ে আমাদের সংস্কৃতির পরিচয় নিয়ে কথা বলাও দুঃসাধ্য। ১৬টি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে অভিজিৎ গুপ্তের 'ভারতবর্ষের গ্রন্থেতিহাস : কিছু মৌল সমস্যা' তুষারকান্তি মহাপাত্রের 'হাতে লেখা গ্রন্থ', আশিস খাস্তগীরের 'উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের বাজার', স্বপন বসুর 'বাংলা পত্রিকার প্রচার', অভিজিৎ নন্দীর 'গ্রন্থপাড়ার বিদ্যাসাগর' প্রভৃতি। বাংলা হরফের পাঁচ পর্বের বিবর্তন নিয়ে লিখেছেন পলাশ বরণ পাল। সেগুলি হল ছাপাখানা আসার আগে, প্রথম ৫০ বছরের ছাপা, বিদ্যাসাগরী আমলের ছাপা, লাইনো ছাপা ও কম্পিউটারে

ছাপা। অলোক রায়ের পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহ প্রবন্ধে বিখ্যাত বাঙালি পরিবার ও মানুষদের সংগ্রহে থাকা বিপুল গ্রন্থসম্ভারের তথ্য রয়েছে। [৩৪]

৩. ৮ মুদ্রণ, প্রকাশন নিয়ে উল্লেখযোগ্য আরও কিছু গ্রন্থ হল – (১) অতুল সুর-এর " বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর " (১৯৭৮) (২) বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়-এর " বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস : প্রথম খন্ড, আদি যুগ, ১৬৬৭ – ১৮৩৪," (কলিকাতা, ১৯৮৫) (৩) গোলাম মুরশিদ-এর " বঙ্গদেশে মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদিপর্ব " (১৯৮৫) (৪) শ, গ্রাহাম-এর " প্রিন্টিং ইন ক্যালকাটা টু ১৮০০ : আ ডেস্ক্রিপসন অ্যান্ড চেকলিষ্ট অফ প্রিন্টিং ইন লেট এইট্টিন্থ সেঞ্চুরি ক্যালকাটা " (১৯৮১) (৫) কেশবন, বি. এস.-এর ২ খন্ডের দীর্ঘ গবেষণা গ্রন্থ " হিস্ট্রি অফ প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন ইন ইন্ডিয়া : আ স্টোরি অফ কালচারাল রি-অ্যাওকেনিং " (ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট) ইত্যাদি। বটতলার সাহিত্য, প্রকাশনা মুদ্রণ, অলঙ্করণ ও গ্রন্থচিত্রণ নিয়ে যে সকল গ্রন্থগুলি দেখার সুযোগ ঘটেছে সেগুলি হল (১) সুভদ্র কুমার সেনের " বটতলা - সাহিত্য ও অন্যান্য প্রবন্ধ ". (কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪১২ ব. [১৯৪৫]. ২১৫ পৃ.) (২) সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের " ঔপনিবেশিক বাঙালি জন-চেতনায় বটতলা সাহিত্য ". (*দেখুন* স্বপন বসু, *সম্পা.* উনিশ শতকের বাঙ্গালী জীবন ও সংস্কৃতি. কলকাতা : পুস্তক বিপনি, ২০০৩. পৃ. ৩৯৭-৪১২)। অন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ হল শ্রীপান্থের " বটতলা " ও সুকুমার সেনের " বটতলা "।

৩. ৯ অদ্রীশ বিশ্বাস ও অনিল আচার্য সম্পাদিত " বাঙালির বটতলা " গ্রন্থে বাঙালীর জনসংস্কৃতি নির্মাণে বটতলা প্রকাশনের কি ভূমিকা ছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে শ্রী প্রদীপ বসু জানাচ্ছেন " এখন বোঝা যাচ্ছে, বটতলার যৌনতার ধারণা-সম্পর্কীত গ্রন্থগুলো আসল গ্রন্থ ছিল, যা সাপ্রেস করা উচিত হয়নি। সম্পাদকদের কথায় উচ্চবর্গের কালচারাল পলিটিক্সের ফলে " অধিকাংশ লাইব্রেরিতে বটতলা কেনা হয়নি, সংরক্ষণ হয়নি, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে রাখা হয়নি, সরকারি প্রতিষ্ঠানে অফিসিয়ালি ঢোকেনি। এই না হয়ে থাকার ফলে চর্চাটাও 'না' হয়ে গেছে "। [৩৫]

৩. ১০ ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার মুদ্রণে এনগ্রেভার বা খোদাই শিল্পী বলে বিশেষভাবে যারা পরিচিত তারা হলেন টমাস এবং উইলিয়াম ড্যানিয়েল, স্যার চার্লস ডয়লি, জেমস বেইলি ফ্রেজরি, বালথাজার সলভিনস, উইলিয়াম উড, হেনরি সল্ট, উইলিয়াম সিমসন প্রমুখ (*দেখুন* শ্রীপান্থ. যখন ছাপাখানা এল. পৃ. ৮৩)। উনিশ শতকের কলকাতায় কাঠ বা ধাতুখোদাই শিল্পীর সংখ্যা বড় কম ছিল না। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের অন্নদামঙ্গল (১৮১৬) দিয়ে বাংলা গ্রন্থচিত্রণের সূচনা, শতকের শেষ পর্বে বাংলা গ্রন্থ, পঞ্জিকা আর পত্রপত্রিকা মিলিয়ে ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ। কিন্তু শিল্পীদের নাম, আর কারও কারও ঠিকানা ছাড়া তাঁদের সম্বন্ধে আমরা এখনও অন্ধকারে। কাশিনাথ মিস্ত্রি, হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচাঁদ রায় থেকে শুরু করে রামধন স্বর্ণকার, হীরালাল কর্মকার, নৃত্যলাল দত্ত, রূপচাঁদ আচার্য, বিশ্বম্ভর আচার্য, গোবিন্দচন্দ্র রায়, কার্তিকচন্দ্র বসাক, কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রি, হীরামণি কর্মকার, গোপালচন্দ্র কর্মকার, বিশ্বম্ভর কর্মকার, রামসাগর চক্রবর্তী, মাধবচন্দ্র দাস, প্রিয়গোপাল দাস প্রমূখ কত শিল্পীর নাম পাই। আলাদা করে সংকলিতও হয়েছে প্রণবেশ মাইতির সম্পাদনায় সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে " অলংকরণ / বটতলা থেকে হালফিল " মতো বইয়ে। অধুনা সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থচিত্রের খোদাই শিল্প অলংকরণের অন্য একটি জীবনীমূলক গ্রন্থ হল অসিত পালের " উনিশ শতকের কাঠখোদাই : শিল্পী প্রিয়গোপাল দাস "।

৩. ১১ গৌতম ভদ্রের " ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার " গ্রন্থটি বটতলার মুদ্রণ, চিত্রণ ও প্রকাশন নিয়ে ৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত। লেখক ঠিকই বলেছেন, বটতলার গ্রন্থ ও সাহিত্য যেন বাংলা বইয়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে। লেখক পড়া বা দেখাকে দেখানোর মতো পরিচিত কাজগুলি ১৯ ও ২০ শতকের প্রথম কয়েক দশকে সাধারণ বাঙালি গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনে কি কি রূপ নিয়েছে তার অনুসন্ধানই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য। তাই বাংলা বইয়ের ইতিহাসকার তাপ্তী রায় বলেছেন " গৌতমদা যে ভাবে বটতলা

বর্গটাকে প্রশ্ন করলেন, গ্রন্থ লেখা, ছাপা, পাঠকের রসগ্রাহিতা সব কিছু মিলে যে দিগন্ত খুলে দিলেন, তাতে এটা আকরগ্রন্থ হয়ে উঠেছে। " টীকা ও সূত্রনির্দেশে উল্লেখিত বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত উনিশ শতকের চমৎকার সব পুঁথি, বিজ্ঞাপনের ছবি, প্রচ্ছদ, মুদ্রণ যন্ত্রালয় ও মালিকদের নাম, দফতরি, মুদ্রাযন্ত্রের আসবাব বিক্রেতা, কাগজ, কালিকলম বিক্রেতা, কাগজের ব্যবসায়ী ও প্রস্তুতকারক, ডাইরেক্টরিতে বুক ডিপোজিটার ও প্রকাশক প্রভৃতি তথ্য বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনাকে নতুন করে হাজির করেছে। [৩৬]

৩. ১২ পাল, অসিত-এর " উডকাট প্রিন্টস অফ নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি ক্যালকাটা " গ্রন্থে উনিশ শতকের কলকাতায় বাংলা গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ও পঞ্জিকায়, গ্রন্থের পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনে, মুদ্রণ, চিত্রণ ও অলঙ্করণে কাঠখোদাই শিল্প ও দেশি বিদেশি শিল্পীর বিবরণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। [৩৭]

৩. ১৩ বেঙ্কটচলপতি, এ. আর. এর " দ্য প্রভিন্স অব দ্য বুক : স্কলার্স, স্ক্রাইব্স, অ্যান্ড স্ক্রিবলার্স ইন কলোনিয়াল তামিলনাড়ু " গ্রন্থটি ভারতীয় গ্রন্থচর্চার সাম্প্রতিক ইতিহাসে এক উজ্জ্বল সংযোজন। গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক স্বপন চক্রবর্তী জানিয়েছেন " ভারতীয় প্রকাশকরা আর্কাইভ না করে অলস হাতে ফেলে দেন অমূল্য নথিপত্র। ফলে ভারতীয় গ্রন্থের ইতিহাস রচনা করা খুবই দুঃসাধ্য ... । " খেদের কথা এমন একটি প্রসঙ্গের চর্চ্চা ও পরিক্রমা, বাংলা গ্রন্থের ইতিহাসে নতুনত্ব আনতে পারে। [৩৮]

৩. ১৪ উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত বাংলা ও ইংরাজি ভাষার গ্রন্থগুলি বর্তমানে ব্যাপক হারে পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে। এইসব গ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করে নতুন বিশ্লেষণী আলোচনার অবকাশ আছে বলে মনে করি। প্রকাশিত হচ্ছে ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ। বাংলা ভাষায় নবপত্র প্রকাশন-এর রজনীকান্ত গুপ্তের " সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ", রামপ্রাণ গুপ্তের " রিয়াজ-উস-সালাতিন ", অদ্রীশ বিশ্বাসের সম্পাদনায় " বটতলার গ্রন্থ : উনিশ শতকের দুষ্প্রাপ্য কুড়িটি গ্রন্থ " মোট ৪০ টি গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ যা দুই খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতার অলকানন্দা পাবলিশার্স থেকে বারিদবরণ ঘোষ এর সম্পাদনায় সম্প্রতি দুই মলাটের মধ্যে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে রাজনারায়ণ বসুর " সেকাল আর একাল ও হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত "। সেরিবান কর্তৃক পুরাতনী গ্রন্থমালা সিরিজে প্রকাশিত হয়েছে শ্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষের " ভ্রান্তিবিনোদ " (১৮৮১) আর লালবিহারী দে কর্তৃক রচিত " গোবিন্দ সামন্ত " ইত্যাদি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলির ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ (শতাধিক গ্রন্থ) দেখা মিলবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগারে।

উনিশ শতকের গ্রন্থগুলির ডিজিটাইজেশন, ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ হলে কোন প্রশ্ন নেই, কিন্তু ইদানিংকালে পুনর্মুদ্রণে গাফিলতি ধরা পড়ছে প্রচন্ড হারে। বিকৃত হচ্ছে গ্রন্থমুদ্রণ ও প্রচ্ছদ ইতিহাসের ধারা। লেখাঙ্কন, নমুনা প্রচ্ছদ চিত্রের ও অলংকরণের অস্পষ্টতা, ছবির রং-এর বিকৃতি, গ্রন্থনির্মাণে কোনটার কতটা গুরুত্ব, এসকল নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় বইপোকা মহাশয়।

৪ ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত গ্রন্থের সূচিকরণ, ডাটাবেসকরণ, পঞ্জিকরণ ও সংরক্ষণ

- **সূচিকরণ ও পঞ্জিকরণ**

এখনো পর্যন্ত সূচিকরণ-এর যে তিনটি বা চারটি বাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিতে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের কোনো সূচিকরণ নিয়মাবলী নেই। প্রকাশিত হয়নি বাংলা ভাষায় সূচিকরণ সংহিতা বা নিয়মাবলী। নির্ভর করতে হয় একমাত্র এ এ সি আর ২ আর কোড, যেখানে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচিকরণের জন্য বহু সমস্যার সমাধান নেই। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমে বিষয়টি

একেবারেই অবহেলিত। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচিকরণ পঞ্জিকরণের যেসব গ্রন্থ ও তথ্য উৎসের সন্ধান আমরা পাই সেগুলি নিচের শাখাগুলিতে উল্লেখ করা হল –

৪. ১ ডানকিন, পল শ্যানার " হাউ টু কাটালগ আ রেয়ার বুক " গ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সূচিকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ন কতকগুলি প্রয়োজনীয় টিপ্স দিয়েছেন। যথা – গ্রন্থটিকে ভালভাবে পরীক্ষা করার পর (গ্রন্থটি অন্যান্য সংস্করণ থেকে কেন আলাদা), গ্রন্থটির দুষ্প্রাপ্যতার লক্ষণের তথ্য দেওয়া, মুদ্রণে ব্যবহৃত শিল্পকলা, ফর্মাট, বহিরাকৃতির বিবরণ তুলে ধরা, মুদ্রণ ও টেক্সটে উল্লেখিত তথ্যের অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতাগুলি সূচিতে সংক্ষেপে তুলে ধরা ইত্যাদি। [৩৯]

৪. ২ সোয়েন, অলিভ এর " নোটস্ ইউস্ড অন ক্যাটালগ কার্ডস : আ লিস্ট অফ এক্জাম্পেল্স " সঙ্কলনে গ্রন্থ, পত্রপত্রিকার বিভিন্ন প্রকার টীকাগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। নানা ধরনের টীকাকে কিভাবে সাজিয়ে লিখতে হবে, তথ্যগুলির সজ্জা বিন্যাস যত্নসহকারে উল্লেখিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস-এ যেভাবে নোটগুলি লেখা হয় সেগুলির নিয়মনীতি বর্ণিত হয়েছে। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতার লক্ষণ চিহ্নগুলি কিভাবে লিখতে হবে যেমন, আটোগ্রাফ, বুকপ্লেট, মালিকানা, সম্পর্ক (Association), পুষ্পিকা, ফ্যাক্সিমিলি, শিলমোহর ইত্যাদি লেখার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। [৪০]

৪. ৩ আদিত্য ওহদেদার " গ্রন্থবিদ্যা " গ্রন্থে ভুমিকা সহ ১০টি অধ্যায়ে যথা কাগজ, মুদ্রণ, প্রাচীন মুদ্রণযন্ত্র, গ্রন্থচিত্রণ, গ্রন্থণ, সংরক্ষণ, গ্রন্থবীক্ষণ, গ্রন্থবিবরণ, গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুতকরণ সম্পর্কে অত্যন্ত মৌলিক ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন এত সব জিনিস গ্রন্থাগারিকদের না জানা থাকলে গ্রন্থ নির্বাচনের কাজটা ভাল হয়না। গ্রন্থ সংরক্ষণ ও পরিষেবা দেবার কাজে গ্রন্থাগারিকদের এসব তত্ত্ব ও প্রয়োগ কৌশল জানা জরুরী। [সিস্টেম্যাটিক বা এনুম্যারেটিভ বিবলিওগ্রাফি বা আন্তরাঙ্গিক গ্রন্থবিদ্যা জানার জন্য বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মুল্যবান গ্রন্থ এই গ্রন্থটি।] [৪১]

৪. ৪ চক্রবর্তী, এম. এল. " বিব্লিওগ্রাফি : ইন থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস " গ্রন্থে ১৬টি অধ্যায়ে চিত্রসহ গ্রন্থবিদ্যার তত্ত্ব ও ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। লিখন সামগ্রী, পৃষ্ঠা, লিখনশৈলী, মুদ্রণের ইতিহাস, চিত্রণ, বাঁধাই, গ্রন্থের কপিরাইট ও বৈধ জমা নীতি, আন্তরাঙ্গিক গ্রন্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলি বিভিন্ন অধ্যায়ে অত্যন্ত মৌলিক ভাবে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে, যা গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থপঞ্জিবিদ, গ্রন্থেতিহাসকারদের তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করবে। [৪২]

- **সংরক্ষণ**

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সাধারণভাবে সংরক্ষণের জন্য ইংরাজি ভাষায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে গ্রন্থের সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা। বিষয়টি যেহেতু খুবই প্রযুক্তিগত ও কারিগরিবিদ্যা সম্পন্ন তাই বিশেষ ট্রেনিং এর মাধ্যমে বা হাতেকলমে - কর্মশালার মাধ্যমে বার বার অনুশীলন করে দক্ষতা বা নৈপুণ্য অর্জন করতে হয়। ট্রেনিং এর উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হল নতুন দিল্লির ন্যাশানাল আর্কাইভ। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, জাতীয় গ্রন্থাগার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ভারতীয় যাদুঘর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণের ল্যাবরেটরির পরিকাঠামো বেশ ভাল এবং নিয়মিত সংরক্ষণের কাজ হয়। বিষয়টি অনুধাবনের জন্য তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে সাহায্য পাওয়া যায় এঁদের কাছ থেকে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ ও রচনা নিম্নে উল্লেখ করা হল –

৪. ৫ প্রজাপতি, সি. এল. " আর্কাইভো-লাইব্রেরি মেটিরিয়াল " গ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য সহ সাধারণ গ্রন্থের সংরক্ষণ প্রক্রিয়া, প্রথম ধাপের যত্ন, গ্রন্থের শত্রু সনাক্তকরণ ও বিনাস, প্রতিষেধক পদ্ধতি ও ব্যবস্থাগুলির খুটিনাটি প্রযুক্তিগত ও কারিগরিবিদ্যা দিক বর্ণিত হয়েছে। এই বিষয়ে লেখকের অন্য একটি গ্রন্থ হল

" Conservation of documents : Problems and solutions- policy perspectives " (2005)। [৪৩]

এই বিষয়ে অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল (১) Ramaiah, L. S., ed. Preservation of Library, archive and digital documents : problems and perspectives. New Delhi : Ess Ess , 2008. xxxiv, 499 p. (২) Plumbe, W. J. Preservation of books in tropical and subtropical countries. London : Oxford University Press, 1964.

৪. ৬ গৌতম মুখোপাধ্যায়ের " প্রসঙ্গ ছোট গ্রন্থাগার ও তার সংরক্ষণ ব্যবস্থা " প্রবন্ধ রচনাটিতে গ্রন্থাগারের অমূল্য দুষ্প্রাপ্য সম্পদের প্রধানত সংরক্ষণের প্রয়োজন ও গুরুত্ব যত্ন সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। সংরক্ষণ ব্যবস্থার নানা দিক যথা, নিরোধক পদ্ধতি (প্রিভেনটিভ কনজারভেশন), সংশোধক পদ্ধতি (কিউরেটিভ কনজারভেশন), পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা (রেসটোরেটিভ কনজারভেশন) প্রভৃতি সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। লেখক উল্লেখ করেছেন যে, গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদ বাঁচানোর জন্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ও দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকদেরই নিতে হবে। [৪৪]

৪. ৭ মোম চট্টোপাধ্যায়ের " দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি " প্রবন্ধটিতে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের আধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করার পদ্ধতিগুলি সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। ডিজিটাল আর্কাইভ, ইন্সটিটিউশনাল ডিজিটাল রিপোজিটারিতে তথ্য সংরক্ষণ করার মাধ্যমে একসঙ্গে একই সময়ে অনেকজন মিলে গ্রন্থাগারে গিয়ে বা না গিয়ে সহজে মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য নথি দেখতে পারে ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। আধুনিক ডিজিটাল সফটওয়ার এর মাধ্যমে (ডি-স্পেস, জি. এস. ডি. এল ইত্যাদি) ও উপযুক্ত হার্ডওয়ার প্রযুক্তির সাহায্যে গ্রন্থের স্ক্যানিং, ও. সি. আর.-এ এডিটিং-এর কাজ করা যায়। ব্রাউজার এর সাহায্যে সার্ভার থেকে ক্লায়েন্টে তথ্য খোঁজা ও ডাউনলোড করা যায়। [৪৫]

৫ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রদর্শনী, কর্মশালা, সেমিনার ও আলোচনা

২০০৩ খ্রি. থেকে ২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হওয়া দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ নিয়ে বিভিন্ন প্রদর্শনী (৫ টি), আলোচনা ও সেমিনার (৬ টি) ও সংরক্ষণের কর্মশালা ও ওয়ার্কশপ (২ টি)-এ অংশগ্রহণ করে বিষয়টি সম্পর্কে গভীরতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। প্রদর্শনী, আলোচনা ও সেমিনার ও কর্মশালা ও ওয়ার্কশপগুলির নাম, স্থান, তারিখ ও পরিচালক সংগঠকদের তালিকা এই গবেষণাপত্রের পরিশিষ্ট অংশে দেখা যাবে।

৬ তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও গবেষণার উপযোগীতা

উপরোক্ত সমীক্ষা থেকে স্পষ্টতই অনুমেয় যে, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে মুদ্রণ, প্রকাশন, গ্রন্থচিত্রণ, খোদাই, প্রভৃতি নিয়ে বহু চর্চ্চা হলেও পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গ্রন্থাগার নিয়ে চর্চ্চা ও গবেষণা অবহেলিত থেকে গেছে। এর ফলে হারিয়ে যাচ্ছে বহু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্য উৎস, এক মাত্র সেই সব সোর্স গ্রন্থ, নথিপত্র ইত্যাদি, যেগুলি ছাপা হয়েছিল মুদ্রণ যুগের প্রাক্কালে আঁতুড় অবস্থায়। অপরপক্ষে মাতৃভাষায় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের চরিত্র ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ, নব্য নব্য গবেষণার এগুলির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা মুল্যায়নের মাধ্যমে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে পাখির চোখ করে নমুনা পরীক্ষা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ডাঁই হয়ে, তালা বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা গ্রন্থগুলির যাতে ডাটাবেসকরণ, সূচিকরণের কাজ শুরু হতে পারে ও একটা পূর্ণাঙ্গ সূচি হাতের কাছে পাওয়া যায়, সে সুযোগ তৈরির প্রচেষ্টা করা হয়েছে, যা গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষকদের কাছে একটা গাইডবুকের কাজ করবে এই গবেষণা গ্রন্থ।

তথ্যসূত্র

[১] Sarkar, Mahua. Rare documents and books : the Central Library, Jadavpure University. *In* 55th session Indian historical Records Commission, December 2-3, 1995. Calcutta : Jadavpur University, 1995. p. 17-20

[২] অরুণ ঘোষ, *সম্পা.* বই যথা : নির্বাচিত রচনা-সংকলন. কলকাতা : অবভাস, ২০১২. ২২১ পৃ.

[৩] অরুণ মুখোপাধ্যায়. এই বাংলার শতায়ু গ্রন্থাগার. কলকাতা : পুনশ্চ, ২০০৩. ২০৮ পৃ.

[৪] অলোক রায়. বইয়ের জগৎ : প্রবন্ধগ্রন্থ. কলকাতা : অব্যয় লিটারারি সোসাইটি, ২০০৯. ৪৮ পৃ.

[৫] আদিত্য ওহদেদার. বইবিচিত্রা. কলকাতা : বোনা, ২০০১. ১২৮ পৃ.

[৬] কুণাল সিংহ. পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন গ্রন্থাগার ও নথিপত্র সংগ্রহ. কল্যাণী, নদীয়া : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯. ১৩, ২৯৩ পৃ.

[৭] ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার. *দেখুন* অরুণ ঘোষ. অক্ষরের আবাহন, অথবা, পরিবর্তমান গ্রন্থাগার ভাবনা. কলকাতা : সেরিবান, ২০০০. পৃ. ৮৩-৯০

[৮] প্রমথ চৌধুরী. গ্রন্থাগার. *দেখুন* অসিতাভ দাস, সঙ্ক. কালের প্রহরী. কলকাতা : রিডার্স সার্ভিস, ২০০৫. পৃ. ১৩–২৪

[৯] মানসী সাঁতরা. কোডেক্স : আধুনিক গ্রন্থের পূর্বসূরী. *দেখুন* গ্রন্থাগার. ৬১, ৫, ১৪১৮ ব. [২০১১]. পৃ. ১৩০-৩৪

[১০] রাধাপ্রসাদ গুপ্ত. বইপাগল বাঙালি. *দেখুন* আনন্দসঙ্গী : ১ প্রবন্ধ : আনন্দ বাজার পত্রিকা সংকলন, ১৩২৮ – ১৪০৩. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১. পৃ. ২৫৬-৬০

[১১] Carter, John. ABC for book–collectors. London : Mercury Books, 1961. 208 p.

[১২] Carter, John. Taste and technique in book-collecting. Cambridge : Cambridge University Press, 1948, r1970. 190 p. [Reprinted with an epilogue, Private Libraries Association]

[১৩] Cave, Roderick. Rare book librarianship. 2nd ed. London : Clive Bingley, 1982. 161 p.

[১৪] Norman, Jeremy M. Six criteria of rarity in antiquarian books. *See* http://www.historyofscience.com/traditions/rare-book.php [Accessed on 20. 5. 2013]

[১৫] Breillat, Pierre. The Rare books section in the library. Paris : UNESCO, 1965. 39 p.

[১৬] Polard, A. W. Rarity of Books *In* Encyclopædia Britannica. 11th ed. Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1910–1911

[১৭] What makes a book rare. *In* Conserve O Gram. July 9, 1993, No. 19/1 *See* http://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/19-01.pdf [Accessed on 20. 5. 2013]

[১৮] অভিজিৎ কুমার ভৌমিক, *সঙ্ক.* হাওড়া জেলার সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথির দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা. হাওড়া : হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার, ২০০৩

[১৯] ইউনিয়ন ক্যাটালগ অব বেঙ্গলি বুকস্ এন্ড পিরিয়ডিক্যালস্ : হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তক ও পত্রিকার যৌথ তালিকা, (১৭৭৬ – ১৮৬৬). চুঁচুড়া : পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, ১৮৬৮. ১ম খ. (৩১৮ পৃ.)

[২০] Diehl, Katharine Smith , Comp. Early Indian imprints : an exhibition from the William Carey Historical Library of Serampore. Serampore : Council of Serampore College, 1962. v, 33 p.

[২১] যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, *সঙ্ক.* মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থাদির তালিকা, ১৭৪৩ – ১৮৫২. কলকাতা : এ. মুখার্জী, ১৯৯০. ১ম খ. (১৫, ১৬২ পৃ.)

[২২] যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, *সঙ্ক.* মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পঞ্জি, ১৮৫৩ – ১৮৬৭. কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, ১৯৯৩. ১৭, ৩৪৪, [২৪] পৃ.

২৩ সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী. আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলা রচিত রচনার ক্রমবিকাশ, ১৮৫০-১৯০০. কলকাতা : বোনা, ২০০২. ৮৬৩ পৃ.

২৪ সরস্বতী মিশ্র. নির্বাচিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থপঞ্জী : গ্রন্থাগার সংগ্রহ, ১৬৪৮-১৯০০. *দেখুন* প্রবুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়, *সম্পা.* একটি আলোকপ্রবাহ : উনিশ থেকে একুশ শতক. হুগলী : উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি, ২০০৯. পৃ. ১৭১-২৪৬

২৫ আশিস খাস্তগীর. উনিশ শতকের বাংলা গ্রন্থ. *দেখুন* স্বপন বসু, *সম্পা.* উনিশ শতকের বাঙ্গালী জীবন ও সংস্কৃতি. কলকাতা : পুস্তক বিপনি, ২০০৩. পৃ. ৩৩৮-৩৯৬.

২৬ সুনীল বিহারী ঘোষ. মুদ্রিত বাংলা বইয়ের তথ্য–আকরগ্রন্থ. *দেখুন* গ্রন্থাগার. ৫০, ১২ ; চৈত্র, ১৪০৭ ব. [২০০১], পৃ. ৬৭-৬৯

২৭ তাপস সাহা. কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা সাময়িক পত্রিকা. *দেখুন* গ্রন্থাগার. ৬২, ৮, ১৪১৯ ব. [২০১২]. পৃ. ২১১-২১৮

২৮ চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, *সম্পা.* দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন. কলিকাতা : আনন্দ, ১৯৮১. ৫০৫ পৃ.

২৯ দেবব্রত ঘোষ. বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ. *দেখুন* গ্রন্থাগার. ৫৬, ১ ; ১৪১৩ ব. [২০০৬]. পৃ. ৪-৭

৩০ পীযুষকান্তি সরকার. বাংলায় বর্ণপরিচয়. পশ্চিম মেদিনীপুর : রাজশ্রী প্রেস, ২০০৮. [৮], ২৪০ পৃ.

৩১ উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণ. কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১১

৩২ শুভেন্দু দাসমুন্সী. টইপাড়ার টহলদারি. কলকাতা : সপ্তর্ষি, ২০১১. ২০০ পৃ.

৩৩ শ্রীপান্থ. যখন ছাপাখানা এল. কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬. ১৮২ পৃ.

৩৪ স্বপন চক্রবর্তী, *সম্পা.* মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা গ্রন্থ. কলকাতা : অবভাস প্রকাশনী, ২০০৭. ২৮৯ পৃ.

৩৫ অদ্রীশ বিশ্বাস, *সম্পা.* বাঙালির বটতলা. কলকাতা : অনুষ্টুপ. ২০০৫. ৫০০ পৃ.

৩৬ গৌতম ভদ্র. ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার. কলকাতা : ছাতিম বুকস, ২০১১. ৮৭৩ পৃ.

৩৭ Paul, Ashit. Woodcut prints of nineteenth century Calcutta. Calcutta : Seagull, 1983. 128 p.

৩৮ Venkatachalapati, A. R. The province of the book : scholars, skribs, and scribblers in colonial Tamil Nadu. Ranikhet : Parmanent Black, 2012. xviii, 202 p.

৩৯ Dunkin, P. S. How to catalogue a rare book. Chicago : Amarican Library Association, 1951. vii, 85 p.

৪০ Swain, olive, *comp.* Notes used on catalog cards : a list of examples. 2nd ed. Chicago : American Library Association, 1963. 82 p.

৪১ আদিত্য ওহদেদার. গ্রন্থবিদ্যা. কলকাতা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৮৩. ২১৫ পৃ.

৪২ Chakraborty, M. L. Bibliography : in theory and practice. Calcutta : World Press, 1996. xvii, 581 p.

৪৩ Prajapati, C.L. Archivo-library material : their enemies and need of first phase conservation. New Delhi : Mittal, 1997. ix, 225 p.

৪৪ গৌতম মুখোপাধ্যায়. প্রসঙ্গ ছোট গ্রন্থাগার ও তার সংরক্ষণ ব্যবস্থা. *দেখুন* গ্রন্থাগার. ৫৯, ৭, ১৪১৬ ব. [২০০৯]. পৃ. ২১৫-১৮

৪৫ মোম চট্টোপাধ্যায়. দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি. *দেখুন* গ্রন্থাগার. ৫৯, ৪, ১৪১৬ ব. [২০০৯]. পৃ. ১৩২-৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় : গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

- **অধ্যায়ের উপবিভাগ সমূহ :**

০ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গঠন	১. ৬ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে সেমিনার, বক্তৃতা ও পুস্তক প্রদর্শনী
১ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার – সংক্ষিপ্ত রূপরেখা	২ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা - সংক্ষিপ্ত পরিচয়
১. ১ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গঠন ও গ্রন্থাগার সংগ্রহ	২. ১ কারিগরী অনুষদ-এর গ্রন্থাগার
১. ২ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগ	২. ২ কলা অনুষদ-এর গ্রন্থাগার
১. ২. ১ প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগ	২. ৩ বিজ্ঞান অনুষদ-এর গ্রন্থাগার
১. ২. ২ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তৎকালীন বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গ্রন্থাগারে গ্রন্থদান ও বিশেষ সংগ্রহ	২. ৪ সেন্টার ও ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডিজ-এর গ্রন্থসংগ্রহ
১. ২. ২. ১ বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গ্রন্থাগারে গ্রন্থদান	২. ৫ বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিতে ব্যক্তিগত ও বিশেষ সংগ্রহ
১. ২. ২. ২ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থদান	৩ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার পরিষেবা
১. ৩ সল্টলেক ক্যাম্পাস গ্রন্থাগার ব্যবস্থা	৪ গ্রন্থাগার পরিষেবার সময়
১. ৪ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণ ও অটোমেশন প্রোগ্রাম	৫ উপসংহার
১. ৫ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রকাশনা	

০ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গঠন

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কণর্ধারদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৫৫ খ্রি. ২৪শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাশের মাধ্যমে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ করার মধ্য দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সুবিস্তৃত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বীজ লুকিয়ে আছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সৃষ্ট জাতীয় চেতনার উন্মেষ, ভাগবত চতুষ্পাঠী, ডন সোসাইটি ও বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে। পরবর্তীকালে ১৯০৫ খ্রি. স্বদেশী আন্দোলনের আগুনের স্ফুলিঙ্গ ও পরবর্তী জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলস্বরুপ ১৯০৬ খ্রি. ১১ মার্চ জন্ম নিয়েছিল বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বা National Council of Education, Bengal। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, আশুতোষ চৌধুরী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক প্রমুখ ৯২ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের নিয়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ঐতিহ্যময় ও রোমাঞ্চকর পথ চলা শুরু হয়েছিল, যার প্রথম পর্বের অন্তিম সমাপ্তি ঘটে ১৯৫৫ খ্রি. ২৪শে ডিসেম্বর। এই তারিখ থেকেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সভাপতি। প্রথম রেজিস্টার ছিলেন শ্রী প্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক এবং প্রথম 'রেক্টর' (বর্তমানে উপাচার্য পদ) ছিলেন ডঃ ত্রিগুণা চরণ সেন। পরবর্তীকালে যাদবপুর ইউনির্ভাসিটি অ্যাক্ট ১৯৮১ (West Bengal Act XXIV of 1981) প্রকাশিত হয় ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ ক্যালকাটা গেজেট এক্সট্রাঅডিনরি নোটিফিকেশনে ; অ্যামেন্ডমেন্ট ক্যালকাটা গেজেট এক্সট্রাঅডিনরি নোটিফিকেশন ১৫. ৬. ১৯৮৮ ও যাদবপুর

ইউনির্ভাসিটি (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ২০০০ (West Bengal Act XVI of 2000) প্রকাশিত হয় ২৫শে জুলাই ২০০০ ক্যালকাটা গেজেট এক্সট্রাঅডিনরি নোটিফিকেশনে।

বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের যাবতীয় সম্পত্তি, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের ১০ বিঘা জমি ও রাজা সুবোধ মল্লিক রোডের ১৭২ বিঘা লিজ জমি (২ বিঘা জমি বাদে, যেখানে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বাড়ী তৈরীর জন্য ছেড়ে রাখা হয়েছিল) – এর সঙ্গে সমস্ত বাড়ীঘর, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, মেশিন সহ গ্রন্থ, পত্র পত্রিকা, পুথিঁ, যাবতীয় গ্রন্থাগার সম্পত্তি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানাধীন হয়েছিল। যার আনুমানিক মূল্য ছিল তখনকার সময়ের হিসাবে ৭৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৬৪ টাকা। এছাড়াও গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি এবং শেয়ার, যার আনুমানিক মূল্য সেই সময় ৫ লাখ ৫৩ হাজার টাকা এবং ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ৫৬ লাখ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে হস্তান্তরিত হয়েছিল। এইভাবে পরিষদের সমস্ত স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি সমেত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা, পঠন-পাঠনের মান উন্নত করার লক্ষ্য নিয়ে এবং তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও শিক্ষাকর্মীদের সুস্থ কর্মপরিবেশ উন্নত থেকে উন্নত করার লক্ষ্য নিয়ে যা. বি. – এর পথ চলা শুরু হয়েছিল।[১] (১৯০৬ থেকে ১৯৫৫ খ্রি. পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কর্মধারা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কেমন ছিল জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ২৩)

১ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার – সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

১. ১ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গঠন ও গ্রন্থাগার সংগ্রহ

যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পঠন পাঠনের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হল তার গ্রন্থাগার। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পথ চলা শুরু ১৯৫৬ খ্রি. থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার শুরুতে গ্রন্থাগারটির অবস্থান ছিল শ্রীঅরবিন্দ ভবনের একতলার একটি ঘরে (বর্তমানে কমিটি রুম নং ১)। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থাগারটি ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত সি ই টি বা কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি-র গ্রন্থাগার। সেই সময় গ্রন্থাগারের মোট পুস্তক সংখ্যা ছিল ১৪,৫০২ টি এবং পত্র পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৫, ১৭০ টি। ঐ সময়ে ১৯৫০ – ১৯৫৮-এর ১৭ই জুন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক (ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিয়ান ও লাইব্রেরিয়ান ইন চার্জ) ছিলেন বহু ভাষাবিদ পন্ডিত ব্যক্তি শ্রী নিরঞ্জন মৈত্র মহাশয়। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারে সার্ব দশমিক বর্গিকরণ (ইউনিভার্সাল ডেসিম্যাল ক্লাসিফিকেশন স্কিম) এর ব্যবহার শুরু হয়। ১৮. ০৬. ১৯৫৮ খ্রি. বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্যগ্রন্থাগারিক (ঐ সময় থেকে মুখ্য গ্রন্থাগারিক নামে নতুন পদ সৃষ্টি হয়) হিসাবে যোগদান করেন আর এক দক্ষ কৃতি ব্যক্তি শ্রী অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়। ১৯৫৭-১৯৫৮ সময়সীমায় গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা ১৮, ০৭৭ থেকে বেড়ে হয়েছিল ৩২,৯২৩ টি এবং পত্রিকা ৫, ৪৯৮ থেকে হয়েছিল ৫, ৮৪৮ টি। ১৯৫৭-১৯৫৮ সময়সীমায় ৩ জন বৃত্তিকূশলী গ্রন্থাগারিক, ৩ জন ক্লার্ক, ২ জন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র (পার্ট টাইম) ও ১ জন দফতরী সহ মোট ৯ জন কর্মী নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫৮ – ১৯৫৯ সময়সীমায় ১ জন মুখ্য গ্রন্থাগারিক, ১ জন গ্রন্থাগারিক, ১ জন সহ গ্রন্থাগারিক, ৭ জন গ্রন্থাগার সহায়ক, ৪ জন সূচিকার, ২ জন আংশিক সময়ের কর্মী ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রকর্মী সহ মোট ১৬ জন কর্মী ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রি. থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ড. ত্রিগুনা সেন, মুখ্য গ্রন্থাগারিক শ্রী অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক মন্ডলীর প্রচেষ্টায় সংগৃহীত হতে থাকে নানা প্রকার দুষ্প্রাপ্য ব্যক্তিগত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার সংগ্রহ।[২] এইসময় ২৩. ০৫. ১৯৫৭ তারিখে শ্রীনাথ দাস নামের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এসেছিল।

১৯৫৮ খ্রি. থেকে ২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মুখ্য গ্রন্থাগারিকগণ হলেন- শ্রী অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেদার, ডঃ অজয়রঞ্জন চক্রবর্তী,

শ্রীমতি কৃষ্ণা দত্ত, শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, শ্রী বিনোদ বিহারী দাস, শ্রী মনিলাল মুর্মু (বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত ও অফিসিয়েটিং প্রাপ্ত ১লা জুন ২০১১ থেকে)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডঃ দীপক রায় (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), অ্যাসোসিয়েট লাইব্রেরিয়ান (সিনিয়র স্কেল) বহুসময় দক্ষতার সঙ্গে গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে একটি হল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি পৃথক বিল্ডিং তৈরী করা। ১৯৫৬ সালে প্রায় ৩০,০০০ বর্গফুট এলাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার তৈরীর উদ্দেশ্যে একটি বাড়ী তৈরীর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এর জন্য ইউ. জি. সি. এবং রাজ্য সরকারের যৌথ অনুদান হিসাবে ৬ লাখ টাকা পাওয়া যায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সল্টলেক ক্যাম্পাস লাইব্রেরি, বিভাগীয় গ্রন্থাগার, বিভিন্ন ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্কুল এবং বিভিন্ন সেন্টারের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মিলিতরূপে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অ্যানেক্স ভবনের কাজ শুরু হয় ১৯৯৯ খ্রি. থেকে। একতলার (৩০০০ বর্গফুট) কাজের জন্য ইউ জি সি থেকে প্রথম কিস্তি হিসাবে পাওয়া যায় ১০ লাখ টাকা। [৩]

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে প্রথম প্রকাশিত হয় "লাইব্রেরি বুলেটিন : আ সিলেক্ট লিস্ট অ্যাডিশন" (জুলাই ১৯৯১)। বর্তমানে এই প্রকাশনাটি বন্ধ। ২০১২ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা (বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলো মিলে) - প্রায় ৬, ১৪, ৪৪৬টি ; বাঁধাই করা পত্রিকা (বাউন্ড ভলিউম জার্নাল) - প্রায় ৮০,০০০টি ; থিসিস - প্রায় ৪, ৫৮৩টি ; ডিসার্টেসশন- প্রায় ৭,০০০টি ; নন বুক মেটিরিয়াল (যেমন- রিপোর্ট, প্যামপ্লেট, ম্যাপ ও মাইক্রোফর্ম, ইত্যাদি) - প্রায় ৩৭,০০০টি। এই গ্রন্থাগার পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম গ্রন্থাগার।

আগেই বলেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাম্পাসে তিনতলা বাড়ির কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি তৈরীর পরিকল্পনা করা হয় ১৯৫৬ সালে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি প্রায় ৩৬, ০০০ বর্গফুট এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে। পুরাতন বাড়ির পাশে বর্তমানে২২, ০০০ বর্গফুট নিয়ে নতুন চারতলার অ্যানেক্স বিল্ডিং যুক্ত হয়েছে। এই অ্যানেক্স বিল্ডিং-এর প্রতিটি তলার পরিমাপ প্রায় ৫, ৫০০ বর্গফুট। এছাড়াও রয়েছে সল্টলেক ক্যাম্পাসের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

২০০৩ খ্রি. সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরী কমিশনের 'পোটেনসিয়াল ফর এক্সসিলেন্স প্রোগ্রামে' কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে চালু হয়েছে 'সেন্টার ফর ডিজিটাল লাইব্রেরি অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন'। ডিজিটাল লাইব্রেরি সফট্ওয়ার ডি-স্পেস এর সাহায্যে এই বিভাগের অধীনে চালু হয়েছে ইন্টারনেট সহ ৬০ টি কম্পিউটার নিয়ে লার্নিং রিসোর্স সেন্টার, রয়েছে বসে পড়ার পাঠকক্ষ। সল্টলেক ক্যাম্পাস গ্রন্থাগারেও এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে ১০ টি কম্পিউটার নিয়ে। ইন্টারনেট পরিসেবা ছাড়াও ই-জার্নাল, ই-বুক, থিসিস ও গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ, স্নাতকোতরের থিসিস ও ডিসার্টেশন, বর্তমান ও পুরানো প্রশ্নপত্র প্রভৃতি এই কেন্দ্র থেকে পরিসেবা দেওয়া হয়। পোর্টাল টি হল http://www.jaduniv.edu.in/digitallibrary.php/ অথবা দেখতে পারেন http://juportal.jdvu.ac.in/। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও আধিকারিকদের জন্য "JU Digital Library Beyond Campus" নামে পরিসেবা চালু হয়েছে ক্যাম্পাসের বাহির থেকে এই পোর্টাল ব্যবহারের সুবিধা। [৪]

১. ২ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগ

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিকাঠামোগত বিন্যাস করলে দেখা যায় যে এখন প্রধানত ১৭টি কার্যনিবাহী বিভাগ নিয়ে গ্রন্থাগারের সার্বিক পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন সেকশনের

কার্যদক্ষতার উপরই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামগ্রিক পরিষেবার গুণগত মান নির্ভর করে। বর্তমানে গ্রন্থাগারের **একতলায়** অবস্থিত বিভিন্ন বিভাগগুলি হল – **(১) চেক কাউন্টার (২) মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন (অ্যানেক্স ভবনে মেম্বারশিপ কার্ড তৈরী বিভাগ) (৩) সারকুলেশন (গ্রন্থ লেনদেন বিভাগ) (৪) বুক ডেসপ্যাচ (গ্রন্থ প্রেরণ বিভাগ) (৫) রিডিংরুম (পাঠকক্ষ বিভাগ) (৬) বাউন্ড ভলিউম জার্নাল (বাঁধাই পত্রিকা বিভাগ – অ্যানেক্স ভবনে)। (৭) থিসিস, পি এইচ ডি ও বাঁধাই পত্রিকা** (প্রথম মেজানাইন ফ্লোরে রয়েছে, যেগুলি ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট বিভাগে স্থানান্তরিত হবে) । এছাড়া গ্রন্থাগারের প্রবেশের মুখে রয়েছে ওপ্যাক সার্চ কেন্দ্র ও কার্ড ক্যাটালগ ক্যাবিনেট।

গ্রন্থাগারের **দোতলায়** অবস্থিত বিভিন্ন বিভাগগুলি হল – **(৮) বুক সিলেক্শন অ্যান্ড অর্ডারিং (পুস্তক নির্বাচন ও ক্রয় বিভাগ) (৯) ওল্ড অ্যান্ড রেয়ার বুক (প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থবিভাগ) (দ্বিতীয় তলার মেজানাইন ফ্লোরে অবস্থিত) (১০) সিরিয়াল (পত্রিকা বিভাগ) (১১) সেন্টার ফর ডিজিটাল লাইব্রেরি অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন (অ্যানেক্স ভবনে)। (১২) ডকুমেন্ট ডেলিভারি (অ্যানেক্স ভবনে)**।এছাড়াও রয়েছে মুখ্য গ্রন্থাগারিকের ঘর ও অফিস, তথ্য বিজ্ঞানীর ঘর, জেরক্স প্রতিলিপি কেন্দ্র, নেট ও ল্যান পরিচালনা কেন্দ্র ও বাঁধাই করতে পাঠানোর জন্য ঘর আনেক্স ভবনে।

গ্রন্থাগারের **তিনতলায়** অবস্থিত বিভিন্ন বিভাগগুলি হল – **(১৩) সূচিকরণ (১৪) রেফারেন্স পাঠকক্ষ (১৫) লেবেলিং (১৬) বাঁধাই পত্রিকা (** অ্যানেক্স ভবনে)। এছাড়াও রয়েছে গ্রন্থাগারিকের বসার ঘর। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অ্যানেক্স ভবনে **চারতলায়** অবস্থিত **(১৭) থিসিস ও ডিজিটাল আর্কাইভ বিভাগ** (সম্প্রতি ডিজিটাল আর্কাইভ বিভাগটি তৈরীর কাজ চলছে)।

উপরোক্ত বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে মোট ৮টি পাঠকক্ষ ও রেফারেন্সের ৫টি রিসার্চ ক্যারল মিলিয়ে ৮০০ জন পাঠকের পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার তার যাত্রা শুরুর কিছু পরে নিচের তলায় তৈরী হয়েছিল একটি পূর্নাঙ্গ বাঁধাই বিভাগ ও দুই তলায় একটি ফটোগ্রাফি বিভাগ। গুরুত্বপূর্ন এই বিভাগ দুটির অস্তিত্ব আজ আর নেই। বর্তমান গবেষণাপত্রের বিষয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও গ্রন্থসংগ্রহের ইতিহাস জানার জন্য নিচে প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

১. ২. ১ প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগ

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে একটি অত্যন্ত ঐতিহ্যপুর্ণ কেন্দ্র হল প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থবিভাগ। এখানে সংরক্ষিত রয়েছে সপ্তদশ শতকের ৬ টি (ল্যাটিন ও ফরাসি ভাষার গ্রন্থ) ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ১০০ র অধিক (ইংরাজি ও অন্যান্য বিদেশি ভাষার গ্রন্থ), ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ৫০০০ এর অধিক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার (বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজি ও অন্যান্য বিদেশি ভাষা) সম্ভার। এই বিভাগটিতে আলাদা করে রাখা ৩৭ টি বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী, সাংবাদিক ও গ্রন্থপ্রেমীদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার দানের সংগ্রহ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সংগ্রহই নয়, বিভিন্ন জমিদার পারিবার ও প্রতিষ্ঠানের দান করা সংগ্রহও রয়েছে এই বিভাগে। বাংলা ও ইংরাজি ভাষার গ্রন্থ ছাড়াও ইটালিয়ান, জার্মান, ফরাসি, রাশিয়ান, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষারও বহু মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে এখানে। পুরানো মূল্যবান গ্রন্থগুলিকে পোকার হাত থেকে বাঁচাতে ফিউমিগেশন করার ব্যবস্থা রয়েছে। এই বিভাগে কিছু গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গ্রন্থাগার সংগ্রহগুলি হল – অপূর্ব কুমার চন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, কাশিমবাজার রাজ, জগন্নাথ চক্রবর্তী, জয়গোপাল ব্যানার্জী, জ্যোর্তিময়ী দেবী, তারকনাথ দাস, ধূর্জটিপ্রসাদ মূখার্জী, পি. রায়, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, শ্রীনাথ দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ইত্যাদি। (এই বিভাগে সংরক্ষিত বিশেষ সংগ্রহগুলি ও গ্রন্থদাতাদের সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে গবেষণাপত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে)।

প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থবিভাগের পাঠকক্ষ পরিষেবা ছাড়াও গ্রন্থের অবস্থা বুঝে জেরক্স পরিষেবা, প্রয়োজনে পাঠকদের আনা ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার করে ফটোকপি পরিষেবা দান গবেষকদের কাছে পরমপ্রাপ্তি বলা যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির অবস্থা এই রাজ্যের অন্যান্য গ্রন্থাগার যেমন জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী ইত্যাদি থেকে ভালো অবস্থায় রয়েছে। এখানে এসে গবেষকরা খুব সহজে তাদের প্রয়োজনীয় গ্রন্থের নাগাল পেয়ে যান যেখানে জাতীয় গ্রন্থাগারের মতো প্রতিষ্ঠানে রিক্যুইজিশন স্লিপ দিয়ে অন্তত এক ঘন্টা অপেক্ষা করার পর তবেই তাদের কাঙ্খিত গ্রন্থের সংস্পর্শে আসেন । আবার কখনো কখনো বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে হয়। এই বিভাগের বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যে থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ন মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হল –

১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. বিষবৃক্ষ : উপন্যাস. ৪র্থ সং. কলিকাতা : হারে প্রেস, ১২৯৯ ব. [১৮৯২]. ২৪৬ পৃ.

২) ভূদেব মুখোপাধ্যায়. গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস. হুগলী : কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য, ১৩০১ ব. [১৮৯৪]. ১৮৯ পৃ.

৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. গীতবিতান. কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৩৯ ব. [১৯৩২]. ৩ খ.

৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. খাপছাড়া. কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৪৩ ব. [১৯৩৬]. ১৪৪ পৃ.

৫) রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়. ফলিত জ্যোতিষ. ২য় সং. কলিকাতা : রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১২৯৪ ব. [১৮৮৭]. ২ খ.

৬) রামদাস সেন. ঐতিহাসিক-রহস্য. ২য় সং. কলিকাতা : নিমাইচরণ মুখোপাধ্যায়, ১২৮৩ ব. ২১৭, ২৩৬, ১৯৫ পৃ.

৭) রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ. কালিদাস. ২য় সং. কলিকাতা : এস. সি. বসু, ১৩১৭ব. [১৯১০]. ৫০১ পৃ.

৮) সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়. শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ. কলকাতা : এস.কে. লাহিড়ী, ১৯১৭. ৩৩২ পৃ.

৯) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সম্পা. হাজার বছরের পুরানো বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা : চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়. কলকাতা. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৬ ব. ১৯৬ পৃ.

১০) Carey, W.H. The Good old days of honorable John company : being curious reminiscences illustrating manners and customs of the British in India during the East India Company from 1600-1858. Calcutta : R. Cambray, 1906. 2 v

১১) Grierson, George A. The modern vernacular literature of Hindustan. Calcutta : Asiatic Society, 1889. 170 p.

১২) Stewart, Charles. The History of Bengal : from the mohammedan invasion until the virtual conquest of that country by the English A. D. 1757. 2nd ed. Calcutta : Bangabashi, 1910. 599 p.

১৩) Todd, James. Annals and antiquities of Rajastan, or, The Central and Western Rajpoot states of India. Calcutta : Brojendra Lall Dos, 1829. 2 v

প্রসঙ্গক্রমে জানাই, এই বিভাগে বিনয় কুমার সরকার দ্বারা রচিত 'শিক্ষা বিজ্ঞান' (১৪ খন্ড) সহ ২৩ টি আখ্যা ও বিনয় কুমার সরকারের উপর হরিদাস মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য লেখকের ৬ টি বাংলা ও ইংরাজি গ্রন্থ একসঙ্গে রাখা সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৬ খ্রি. থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থ আহরণ তথা কালেকশান ডেভেলপমেন্ট গড়ে ওঠার ইতিহাস সম্পর্কে জানার জন্য নিচে দুটি তালিকায় বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থদাতাদের নাম ও আনুষঙ্গিক তথ্য দেওয়া হল।

১. ২. ২ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তৎকালীন বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গ্রন্থাগারে গ্রন্থদান ও বিশেষ সংগ্রহ

১. ২. ২. ১ বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গ্রন্থাগারে গ্রন্থদান

(১৯০৬ – ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত গ্রন্থদাতার নামের তালিকা। এঁদের দান করা গ্রন্থগুলি প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বিভাগের বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গ্রন্থসংগ্রহে, রেফারেন্স বিভাগ ও গ্রন্থ লেনদেন বিভাগের স্ট্যকরুমে দেখতে পাওয়া যাবে।)

- **ব্যক্তিগত গ্রন্থদাতা** (এঁরা প্রায় প্রত্যেকে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা, একজিকিউটিভ কমিটির সদস্য ও বরেণ্য শিক্ষক ছিলেন। দান করা গ্রন্থগুলি পরিষদের আনুয়াল রিপোর্ট (১৯০৭ থেকে ১৯৪৯), জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ক্যালেন্ডার, পরিগ্রহন খাতা ও গ্রন্থগুলি থেকে জানা গেছে) [৫]

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থদাতার নামের তালিকা (অনুবর্নক্রমে বিন্যাস্ত)	গ্রন্থদানের বছর	গ্রন্থ সংখ্যা
১.	শ্রী অরবিন্দ ঘোষ	১৯০৮	১৫৬
২.	শ্রী আশুতোষ চৌধুরী	১৯০৮	৮
৩.	শ্রী আশুতোষ মুখার্জী	১৯৪৫	১২
৪.	শ্রী ইউ. এন. রায়	১৯৫১-৫২	১৭
৫.	মিস্ ইন্দিরা সরকার	১৯৪৯	৩
৬.	ড: এ. এইচ. পান্ডে	১৯৪৯-৫১	১১
৭.	অধ্যাপক এম. এন. চক্রবর্তী	১৯৪৭-৪৯	৩৩
৮.	শ্রী এম. এন. চক্রবর্তী	১৯৪৫	১
৯.	শ্রী এম. এন. চ্যাটার্জী	১৯৫২-৫৩	১০
১০.	শ্রী এম. এন. সেনগুপ্ত	১৯৪৭-৪৯	১
১১.	শ্রী এস. কে. দত্ত	১৯৩৩	৪০৫
১২.	শ্রী এস. সি. ঘোষ	১৯৪৫	৩৬
১৩.	শ্রী এস. সি. চক্রবর্তী	১৯৪৭-৪৯	১
১৪.	শ্রী এস. সি. ভট্টাচার্য্য	১৯৪৫	২৬
১৫.	শ্রী কে. বাসু	১৯৫১-৫২	৮৪
১৬.	শ্রী গুরুদাস ব্যানার্জী	১৯০৮	১৫
১৭.	শ্রী চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৯৪৭-৪৯	৬
১৮.	শ্রীমতি জয়শ্রী ঘোষ	১৯৩৬	১৫৭
১৯.	শ্রী জীতেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	১৯৫২-৫৩	৬
২০.	শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী	১৯৪৭-৪৯	২
২১.	বাবু দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারি	১৯০৮	৮
২২.	ড: নীলরতন সরকার	১৯০৮	৪

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থদাতার নামের তালিকা (অনুবর্নক্রমে বিন্যাস্ত)	গ্রন্থদানের বছর	গ্রন্থ সংখ্যা
২৩.	ড: পি. কে. রায়	১৯০৮	৭
২৪.	প্রণবেশ সিনহা রায়	১৯৪৭-৪৯	২
২৫.	মিঞা ফজিল আহমেদ, লাহর	১৯৪৯-৫১	৮
২৬.	অধ্যাপক বি. ব্যানার্জী	১৯৪৫	৬
২৭.	বাবু মনমোহন ভট্টাচার্য	১৯০৮	১২
২৮.	অধ্যাপক মনমোহন মুখার্জী	১৯৫২-৫৩	৬৩
২৯.	শ্রী মনীন্দ্র রায়	১৯৪৭-৪৯	১
৩০.	শ্রী মহীন্দ্রনাথ রায়	১৯৫২-৫৩	১৮
৩১.	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১৯০৮	২
৩২.	শ্রী যতীন্দ্রনাথ শেঠ	১৯৪৭-৪৯	৯
৩৩.	স্যার যদুনাথ সরকার		৮
৩৪.	বাবু রমেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী	১৯০৮	৫
৩৫.	আব্দুর রসুল	১৯০৮	২
৩৬.	রাসবিহারি ঘোষ	১৯০৮	৭
৩৭.	অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৯৪৭-৪৯	৮
৩৮.	বাবু সতীশ চন্দ্র মুখার্জী	১৯০৮	২
৩৯.	শ্রী সি. এন. মেহেতা	১৯৪৭-৪৯	১
৪০.	শ্রী সুনীল কুমার ভট্টাচার্য্য	১৯৪৭-৪৯	২
৪১.	শ্রী স্নেহাংশু আচার্য	১৯৪৭-৪৯	৩৭
৪২.	বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৯০৮	৫৫
৪৩.	শ্রী হেমন্ত কুমার	১৯৪৫	১

- **প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থদাতা**

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থদাতার নামের তালিকা (অনুবর্নক্রমে বিন্যস্ত)	গ্রন্থদানের বছর	গ্রন্থসংখ্যা
১.	ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন সারভিস	১৯৫১ - ১৯৫৩	১৫২
২.	ইউনেস্কো সাইন্স কো-অপারেশন অফিস (সাউথ এশিয়া)	১৯৪৯ - ১৯৫১	৮
৩.	ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারস্	১৯৪৭ - ১৯৪৯	১
৪.	ইন্ডিয়ান কংক্রিট অ্যাসোসিয়েশন	১৯৪৭ - ১৯৪৯	২
৫.	ইলিওনয়েস ইউনিভারসিটি	১৯৪৭ - ১৯৪৯	১
৬.	এস. কে. এফ. বল বিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড	১৯৫১ - ১৯৫২	১০
৭.	ওয়াটমুল ফাউন্ডেশন	১৯৫২ - ১৯৫৩	২৩
৮.	কোচবিহার স্টেট	১৯৪৭ - ১৯৪৯	১
৯.	ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন	১৯৪৯ - ১৯৫১	৫
১০.	গর্ভনমেন্ট অব ইন্ডিয়া	১৯৪৭ - ১৯৫৩	৭
১১.	গর্ভনমেন্ট অব বেঙ্গল	১৯৪৭ - ১৯৪৯	১
১২.	টাটা এয়ারক্রাফ্ট লিমিটেড	১৯৪৯ - ১৯৫১	২৬
১৩.	বিড়লা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১৯৪৭ - ১৯৪৯	১
১৪.	ব্রিটিশ ইনফরমেশন সারভিস	১৯৫১ - ১৯৫৩	১৬
১৫.	ব্রিটিশ মেশিন টুল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী	১৯৪৭ - ১৯৪৯	২
১৬.	মেসার্স লংম্যানস্ গ্রিন	১৯৪৭ - ১৯৪৯	৬
১৭.	স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন (সি. ই. টি. বেঙ্গল)	১৯৪৭ - ১৯৪৯	২
১৮.	স্মিথসোসিয়ান ইনস্টিটিউট	১৯৪৭ - ১৯৪৯	৩

এছাড়া আরো বহু বরেণ্য ব্যক্তি, লেখক, সাহিত্যিক, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক, কোম্পানী ওপ্রতিষ্ঠান পরিষদের গ্রন্থাগারে ২টি, ১টি করে গ্রন্থ দান করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি ১৯০৬ খ্রি. প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার রাসবিহারী ঘোষ সর্বপ্রথম বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গ্রন্থাগার গঠনের জন্য দান করেন ৫ হাজার টাকা ও বেশ কিছু গ্রন্থ। (জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা জানতে দেখুন, চতুর্থ অধ্যায় – শাখা নং ২. ২৩)

১. ২. ২. ২ **যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থদান** (১৯৫৬ – ২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত গ্রন্থদাতার নামের তালিকা)

আগেই বলেছি ১৯৫৬ খ্রি. থেকে শতাধিক ব্যক্তিদের কাছ থেকে দান ও ক্রয়ের মাধ্যমে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগ গড়ে ওঠে। এর সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্ণধার, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ীদের দান করা ব্যক্তিগত গ্রন্থদাতার সংখ্যা শতাধিক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রকাশনার বহু গ্রন্থ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের রেফারেন্স বিভাগ ও বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিতে রয়েছে। এগুলি প্রধানত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউজ লেটার, বার্ষিক বিবরণী, প্রস্পেক্টাস ও বিভিন্ন বিভাগীয় পত্রিকা ও প্রকাশনা। এইভাবে প্রায় ৪০, ০০০ মত প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছে। দান হিসাবে পাওয়া কত ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলিতে কত জায়গায় ছড়িয়ে গেছে তা বলা কঠিন। নিচে গ্রন্থদাতাদের একটি নির্বাচিত তালিকা দেওয়া হল।

- **ব্যক্তিগত গ্রন্থদাতা** (নামের পাশে * চিহ্ন গুলি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আলাদা করে সংগ্রহ হিসাবে রাখা আছে। দান করা গ্রন্থসংখ্যাগুলি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আনুয়াল রিপোর্ট, ক্যালেন্ডার ও গ্রন্থগুলি থেকে জানা গেছে। বেশ কিছু গ্রন্থদাতার পরিচয় ও দান করা গ্রন্থসংখ্যা বহু চেষ্টা করেও জানা সম্ভব হয়নি) [৬]

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থদাতা / গ্রন্থসংগ্রহের নাম (অনুবর্নক্রমে বিন্যাস্ত)	গ্রন্থপ্রাপ্তির তারিখ / বছর ও দান করা গ্রন্থের সংখ্যা		পরিচিতি / সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য
		গ্রন্থদানের বছর	গ্রন্থসংখ্যা	
১.	প্রফেসর অজিত দত্ত	১৯৭০-১৯৭১	-	যা. বি. বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।
২.	শ্রী অনিল গুপ্ত	-	-	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
৩.	শ্রী অপূর্ব কুমার চন্দ *	২৩. ০৭. ১৯৫৭	৯৫০	পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (এডুকেশন বিভাগের) শিক্ষা বিভাগের ডি. পি. আই. ছিলেন। তিনি তার ব্যক্তিগত সংগ্রহের ৯৫০টি গ্রন্থ যা. বি. কে দান করেন। (আরো জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ১)।
৪.	শ্রী অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য	-	-	চুন্টা জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক।
৫.	শ্রী অভিজিৎ নন্দী	-	-	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
৬.	শ্রী অমিতাভ মুখার্জী	১৯৭০-৭২	-	যা. বি. ইতিহাসের অধ্যাপক। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ নিয়ে তার লেখা গ্রন্থ " Fifty years of national education : the story of an experiment, 1906 - 1956 "
৭.	(শ্রী) অরবিন্দ ঘোষ *	১৯০৬	১৫৬টির মত	ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দার্শনিক। গ্রন্থগুলি ধার হিসাবে দিয়েছিলেন বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে। এই সংগ্রহটির সিংহভাগ পন্ডিচেরির শ্রী অরবিন্দ আশ্রমে চলে গিয়েছে। তার ব্যবহৃত প্রায় ৪৮টি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে থেকে গিয়েছে। (আরো জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ২)।
৮.	প্রফেসর অরবিন্দ দত্ত	-	৫০টির অধিক	যা. বি. উপাচার্য ছিলেন।
৯.	শ্রী অরিন্দম দত্ত	১৯৫৭-১৯৫৮	১১৪	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
১০.	শ্রী অসীম কুমার দত্ত	১৯৭৩-১৯৭৪		বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
১১.	শ্রী অসীম কুমার রায়	নভেম্বর ১৯৯২	১০১	পরিচয় জানা যায়নি। সম্ভবত গ্রন্থগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গ্রন্থগুলি আসে।
১২.	শ্রীমতি অনু বন্দোপাধ্যায় *	০৫. ০২. ১৯৫৯	৭৭৯	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক, ক্যালকাটা রিভিউ এর সম্পাদক এর কন্যা। তিনি তার বাবার জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সংগ্রহটি দান করেন। (আরো জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ৫)।
১৩.	শ্রী অরুণ কুমার রায়চৌধুরী	১৫. ১২. ১৯৫৯ ও ০৬. ০২. ১৯৬০	৩৪৫	গ্রন্থগুলি পরিগ্রহনের কাজ হয় ৩০. ৪. ১৯৬০ থেকে ১৮. ০২. ১৯৬১ খ্রি. মধ্যে।
১৪.	শ্রী অপ্রতিম মুখার্জী	১৯৭০-১৯৭২	-	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

১৫.	আদিত্য কুমার ওহদেদার *	১১. ০৯. ২০০২	৩৬২	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মুখ্য গ্রন্থাগারিক ছিলেন ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। রবীন্দ্র গবেষক ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা।
১৬.	ডঃ আর. বিশ্বাস	-	-	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
১৭.	আরতি চৌধুরী *	-	১৯৫	পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
১৮.	ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত *	২০০৬	১৫৮	সি. পি. আই. এর নেতা ও ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন (১৯৯৬-১৯৯৮)।
১৯.	ড. এ. কারবোনি, কুইন্স ম্যানসন	২৫. ০৩. ১৯৬৩	১৪১	গ্রন্থাগারে পরিগ্রহণ হয় ০৬. ০৪. ১৯৬৩ থেকে ২০. ০৪. ১৯৬৩ খ্রি. মধ্যে।
২০.	শ্রী এ. সি. গুহ	-	-	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
২১.	শ্রী এ. সি. বোস	১৯৬১-১৯৬২	৩৬	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
২২.	শ্রী এ. সি. ভট্টাচার্য	-	-	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
২৩.	শ্রী এইচ. আর. রায়	-	-	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
২৪.	ডঃ এন. আর. মুখার্জী, (ইউ.এস.এ.)	১৯৫৮-১৯৬১	২১১	প্রফেসর, ইউনিভারসিটি অফ উটাহ্. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
২৫.	শ্রীমতি এম. রায় *	১৯৬৭-১৯৬৮	১২৯	পরিচয় জানা যায় নি। তিনি ০৬. ০৪. ১৯৬৮ খ্রি. পি. রায় নামে ১২৯টি গ্রন্থ দান করেছেন। (পি. রায় গ্রন্থসংগ্রহ জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ১০)।
২৬.	প্রফেসর এম. এম. মুখার্জী	১৯৬১-১৯৬২	১৩	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
২৭.	শ্রী এম. এম. লাল	-	-	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
২৮.	শ্রী এম. কে. গাঙ্গুলি	১৯৬৩-১৯৬৪	২৭৭	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
২৯.	শ্রী এম. কে. দত্ত	-	-	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
৩০.	শ্রী এস. গাঙ্গুলি	১৯৬৭-১৯৬৮	২৫	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
৩১.	ডঃ এস. কে. ব্যানার্জী	১৯৬০-১৯৬১	৫৫০	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
৩২.	ডঃ এস. কে. ভট্টাচার্য	০৩. ১২. ২০০২	৯৫	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন।
৩৩.	কমলেশ চক্রবর্তী*	২০০৭	১৯০	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামুলক সাহিত্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।
৩৪.	শ্রী কুমারপ্রসাদ মুখার্জী *	১৫. ০৯. ১৯৯৫ এর আগে	৮৮৩টির বেশি	সঙ্গীতজ্ঞ। পিতা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক ধুর্জটিপ্রসাদ মুখার্জী। তিনি তার পিতার ব্যক্তিগত সংগ্রহটি দান করেন। (ধুর্জটিপ্রসাদ মুখার্জী সম্পর্কে জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ৯)।
৩৫.	শ্রী কে. কে. মিত্র	-	-	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
৩৬.	কে. কে. বসু	১৯৬১-৬২	-	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
৩৭.	গনেশ চন্দ্র বসু *	০৬. ০৫. ১৯৭৬ এর আগে	২১৫	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। পরিগ্রহনের কাজ হয় ০৬. ০৫. ১৯৭৬ থেকে ২৪. ০৬. ১৯৮৫ মধ্যে।
৩৮.	গোপাল সেন *	১৮. ১২. ১৯৯৫ এর আগে	৪৯১ টির বেশি	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

৩৯.	জগন্নাথ চক্রবর্তী *	১৯৯৫ ?	১০৪১টির বেশি	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। কবি ও প্রাবন্ধিক। (আরো জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ৪)।
৪০.	জগৎহরি মিত্র *	১৩. ১১ ১৯৯৫ এর আগে	২২২	পরিচয় জানা যায়নি। গ্রন্থগুলি পরিগ্রহন করা হয় ১৩. ১১. ১৯৯৫ থেকে ১৭. ১১. ১৯৯৫ খ্রি. মধ্যে।
৪১.	শ্রী জে. এন. বল ও এ. বল	২৬. ০৪. ১৯৬৩ - ০৫. ০৬. ১৯৬৮	৩৫৯	গ্রন্থগুলি সাধারণ সংগ্রহের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। গ্রন্থগুলি আসার পর পরই পরিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়।
৪২.	শ্রী জে. এন. বোস	-	-	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
৪৩.	শ্রী জে. এন. সরকার	-	-	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
৪৪.	মিসেস জেকব	১৬. ১০. ১৯৬৬	৯০৭	মিসেস জেকব এর থেকে ১৬. ১০. ১৯৬৬ খ্রি. কেনা এই সংগ্রহটি তার স্বামী মিস্টার ই. জে. জেকব এর যিনি সম্ভবত প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ৯০৭টি গ্রন্থের পরিগ্রহন করা হয় ০২. ০৮. ১৯৬৭ ও ১৯. ০৩. ১৯৬৮ খ্রি.। বর্তমানে প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগে OR সংগ্রহে ৯৮টি গ্রন্থের হদিশ ও বিবলিওগ্রাফিক ডাটাবেস পাওয়া যাবে।
৪৫.	শ্রীমতি জে. পি. মিটার	১৯৬৭-১৯৬৮	৬২	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
৪৬.	জ্যোর্তিময়ী দেবী *	১৯৯৫	৩১০টির বেশি	বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও লেখিকা। জন্মগ্রহণ করেন রাজস্থানের জয়পুরে। (আরো জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ৬)।
৪৭.	প্রফেসর তরুন চন্দ্র বোস	-	-	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।
৪৮.	তারকনাথ দাস *	২০. ০৭. ১৯৭২	২০৫৯	ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী। তারকনাথ দাস ফাউন্ডেশন (নিউইয়র্ক) গ্রন্থগুলি দান করেন। (আরো জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ৭)।
৪৯.	তুষারকান্তি সরকার	২০০৫	প্রায় ১০০	অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
৫০.	ত্রিগুণা চরন সেন *	০১. ০৮. ১৯৬৬	৩৬০টির বেশি	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘রেক্টর’ ছিলেন এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ‘মেয়র’ , ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। গ্রন্থসংগ্রহটি দান হয় ০১. ০৮. ১৯৬৬ খ্রি.। পরিগ্রহন হয় ০৩. ০৫. ১৯৬৭ থেকে ১৯. ০৭. ১৯৬৭ খ্রি. মধ্যে। এখনো পর্যন্ত এই সংগ্রহে মোট ৩৬০টি গ্রন্থের ডাটাবেস করা হয়েছে।
৫১.	শ্রী দিলীপ কুমার বিশ্বাস	১৯৫৮	৯৫	পরিচয় জানা যায়নি।
৫২	শ্রী দিলীপ কুমার সান্যাল *	১৯৯০ এর দশকের কোনো এক সময়ে	১৩৪৪ টির বেশি	অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
৫৩.	শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৯৫৯-১৯৬০	৫৭	পরিচয় জানা যায়নি।

৫৪.	শ্রী দেবব্রত ঘোষাল	-	-	পরিচয় জানা যায়নি।
৫৫.	প্রফেসর ডব্লিউ. বি. আর্নস্	১২. ০৯. ১৯৬৮	৯১	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন অধ্যাপক।
৫৬.	শ্রী ডি. কে. চক্রবর্ত্তী	১৯৬১-১৯৬২	১৩	পরিচয় জানা যায়নি।
৫৭.	শ্রী ডি. কে. বিশ্বাস	১৯৫৭-১৯৫৮	৯৫	পরিচয় জানা যায়নি।
৫৮.	শ্রী পরিমল চন্দ্র গুহ	-	-	পরিচয় জানা যায়নি।
৫৯.	শ্রী পি. সি. চক্রবর্ত্তী	-	-	পরিচয় জানা যায়নি।
৬০.	শ্রী পি. সি. সরকার	১৯৬৭-১৯৬৮	১০	আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যাদুকর।
৬১.	প্রফেসর প্রতুলচন্দ্র ঘোষ	১৯৬১-১৯৬৮	৯৩	পরিচয় জানা যায়নি।
৬২.	শ্রী বাণেশ্বর মাইতি	-	-	যা. বি. বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন।
৬৩.	শ্রী বি. চক্রবর্ত্তী	-	-	পরিচয় জানা যায়নি।
৬৪.	শ্রী বি. এন. সেন	-	-	পরিচয় জানা যায়নি।
৬৫.	বি. কে. কুমার *	২৪. ০৬. ১৯৭২ এর আগে	১৩৪টির বেশি	পরিচয় জানা যায়নি। (আরো জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ১১)।
৬৬.	শ্রী বি. কে. মজুমদার	১৪. ০১. ১৯৯৭	১৭৯	পরিগ্রহণ হয় ১৪. ০১. ১৯৯৭ থেকে ২৭. ০১. ১৯৯৭ এর মধ্যে।
৬৭.	শ্রী বি. বি. চক্রবর্তী	২৫. ১১. ১৯৫৮	৬৮	পরিগ্রহনের কাজ হয় ২০. ০৩. ১৯৬১ থেকে ২৭. ০৩. ১৯৬১ খ্রি. মধ্যে।
৬৮.	বিনয়কুমার সরকার *	-	৩৮	জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে দান করেন তার এক ছাত্র।
৬৯.	বিনয়কৃষ্ণ দত্ত *	৪. ১০. ১৯৬৭ থেকে ১৩. ০৬. ১৯৬৯ খ্রি. মধ্যে	৬৯০টির বেশি	বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক ও পত্রিকা সম্পাদক। তার ভগিনী অধ্যাপিকা শ্রীমতি কল্যানী দত্ত। (আরো জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ১২)।
৭০.	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় *	২০. ০৬. ২০০৬	১০০০ এর অধিক	বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থ সেকেন্ড হ্যান্ড, বিপ্রমুখের কথা ইত্যাদি। গ্রন্থগুলির পরিগ্রহন ও ডাটাবেসকরণের কাজ শিঘ্র শুরু হবে। (আরো জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ১৩)।
৭১.	শ্রী বীরেশ্বর প্রসাদ ঘোষ	১৯৬১-১৯৬২	২৬	যা. বি. মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের রিডার ছিলেন।
৭২.	শ্রী মণিমোহন মুখার্জী	১৯৫৬-১৯৫৭	৭৫	যা. বি. ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন
৭৩.	শ্রী মনোজ মিত্র	১৯৭৪-১৯৭৫	-	পরিচয় জানা যায়নি।
৭৪.	শ্রী মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র	১৯৫৭-১৯৫৮	৪২৭	যা. বি. অধ্যাপক ও ‘ ডন ’ পত্রিকার পুনর্মুদ্রণের সম্পাদক শ্রী মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর কাকা মতীন্দ্রনাথ মিত্র স্মৃতিতে গ্রন্থগুলি দান করেন।
৭৫.	শ্রীমতি মাধুরী মজুমদার	১৯৭৬	১০৪	পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। ঠিকানার উল্লেখ পাওয়া গেছে ১/৩ নর্থ রোড, কলিকাতা – ৩২
৭৬.	শ্রীমতি মায়া বোস	১৯৭৩-১৯৭৬		অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রী শরৎ কুমার বসুর নামে ৮৭৫টি গ্রন্থ দান করেন। গ্রন্থগুলি পরিগ্রহনের কাজ হয় ১৮. ০৭. ১৯৭৪ থেকে ১১. ০৫. ১৯৭৬ মধ্যে।

৭৭.	রাধাপ্রসাদ গুপ্ত *	২৬. ০৯. ২০০৫	৫৩২	কলকাতা বিশেষজ্ঞ এবং বিশিষ্ট লেখক ও প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থ কলকাতার রাস্তা ও ফেরিওলার ডাক। (আরো জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ১৫)।
৭৮.	ডঃ রুথ উইদমার	১৯৫৮-১৯৫৯	-	পরিচয় জানা যায়নি।
৭৯.	যতীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলি	২৫. ০৯. ১৯৬৮ – ১৬. ০৬. ১৯৬৯ এর মধ্যে	৯০	বহু চেষ্টা করেও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। ঠিকানার উল্লেখ পাওয়া গেছে ১৯ পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা – ২৬।
৮০.	শরৎ কুমার বসু *	১৮. ০৭. ১৯৭৪ খ্রি. আগে	৮৭৫	অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ও প্রিন্সিপ্যাল সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ। এম এ করার পর লন্ডন থেকে পি এইচ ডি উপাধি অর্জন করেন। তার ব্যক্তিগত গ্রন্থগুলি দান করেন শ্রীমতি মায়া বসু। গ্রন্থগুলিতে ঠিকানার উল্লেখ পাই পি-১৫৬ যোধপুর পার্ক, কলিকাতা – ৭০০ ০৩১। যা. বি. গ্রন্থগুলি পরিগ্রহনের কাজ হয় ১৮. ০৭. ১৯৭৪ থেকে ১১. ০৫. ১৯৭৬ মধ্যে।
৮১.	শরৎ কুমার মিত্র *	২০. ০৯. ১৯৬১	৪১৭	পরিচয় জানা যায়নি। গ্রন্থ দান করেন এইচ. কে. মিত্র মহাশয়। গ্রন্থগুলি পরিগ্রহন করা হয় ১৯৬৪ জুলাই মাস থেকে ১৯৬৬ খ্রি. এপ্রিল এর মধ্যে। বর্তমানে ৪১৩টি গ্রন্থের কার্ড ক্যাটালগ ও কম্পিউটার ডাটাবেসে এনট্রি করা হয়েছে। (দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ১৬)।
৮২.	শ্রী শরৎ চন্দ্র রায়চৌধুরী	-	-	পরিচয় জানা যায়নি।
৮৩.	শ্রী শরৎ চন্দ্র লাহিড়ী	-	২৪	পরিচয় জানা যায়নি।
৮৪.	শ্রীনাথ দাস *	১৬. ০৫. ১৯৫৭	১২০০০	হিন্দু কলেজের অধ্যাপক, জমিদার কলিকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী। তাঁর নামে গ্রন্থ সংগ্রহটি দান করেন তাঁর নাতি উদয় কুমার দাস। ১৬. ০৫. ১৯৫৭ খ্রি. মোট ১২০০০ গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। ১৬. ০২. ১৯৬০ খ্রি. থেকে ২৪. ০৩. ১৯৬৯ মধ্যে পরিগ্রহনের কাজ হয়। পরে ২০০৫ খ্রি. কম্পিউটার ডেটাবেস করার সময় বহু গ্রন্থ পরিগ্রহন করা হয়। (দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ১৭)।
৮৫.	শ্রী সত্যকিংকর সাহানা	১৯৫৮-১৯৫৯		পরিচয় জানা যায়নি।
৮৬.	শ্রী সমর গুহ	১৯৬২-১৯৬৩	৪২	পরিচয় জানা যায়নি।
৮৭.	শ্রী সমরেশ চক্রবর্তী	১৯৫৬-১৯৫৭	৫৮	পরিচয় জানা যায়নি।
৮৮.	শ্রী সরোজ কুমার ধর	১৯৬৪	৫৭	পরিচয় জানা যায়নি।
৮৯.	শ্রী সুখদেব সিনহা	১৯৫৬-১৯৫৭	৬৭	হাতের কাজের উপর ছোটো ছোটো বই লিখেছেন। যা. বি. অধ্যাপক ছিলেন।
৯০.	শ্রী সুধাংশু মোহন বোস	১২. ০৫. ১৯৫৭	৩৭০	০৬. ০৬. ১৯৫৭ থেকে ১৮. ০৬. ১৯৫৭ মধ্যে পরিগ্রহণের কাজ সমাপ্ত হয়।
৯১.	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও রাজেশ্বরী দত্ত *	১৯৭৬	১৫০০ টির বেশি	বিশিষ্ট বাঙালি কবি, সাহিত্যিক ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামুলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক। রাজেশ্বরী দত্ত ছিলেন একজন

				গ্রন্থাগারিক ও বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী। (আরো জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ও ২. ১৮ ও ২. ১৪)।
৯২.	শ্রীমতি সুরমা ঘোষ	১৯৫৯-১৯৬০	৫১	পরিচয় জানা যায়নি।
৯৩.	শ্রী সৌরীন্দ্রনাথ দত্ত	১৯৫৭-১৯৫৮	৩০০	কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পিতা ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর পর তার গ্রন্থসংগ্রহগুলি দান করেন তার পুত্র শ্রী সৌরীন্দ্রনাথ দত্ত। ঐ সময় তার কাকা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের হাতে গড়া 'অমর লাইব্রেরি'র বহু গ্রন্থ এখানে আসে।
৯৪.	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	-	৩০০	প্রখ্যাত বৈদান্তিক দার্শনিক, ও সাহিত্যিক। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। দান করেন তার পুত্র শ্রী সৌরীন্দ্রনাথ দত্ত। (আরো জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ২৪)।
৯৫.	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত *	০৩. ০৯. ১৯৬২	৩০০ টির বেশি	ভূবিজ্ঞানী ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতত্ব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। (আরো জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ১৯)।
৯৬.	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ *	১০. ০৫. ১৯৬৫	১৮৮৫টি র বেশি	বিশিষ্ট সাংবাদিক, অমৃত ও বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক। (আরো জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ২০)।

- **প্রাতিষ্ঠানিক ও পারিবারিক গ্রন্থদাতা**

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থদাতার নামের তালিকা (অনুবর্নক্রমে বিন্যাস্ত)	গ্রন্থদানের বছর	গ্রন্থসংখ্যা	পরিচিতি / সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য
১.	অক্সফোর্ড বুক অ্যান্ড স্টেশনারি কোম্পানি	১৯৬৩	১১৩	বহু গ্রন্থ লেনদেন বিভাগে রয়েছে।
২.	অষ্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন	১৯৯৫	৭০	কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের স্টোরে বহুকাল গ্রন্থগুলি পড়েছিল। গ্রন্থগুলি ২০০৪ খ্রি. OR বিভাগে এ নিয়ে যাই। কবে এসেছে জানা জায়নি। তবে ১১. ১১. ১৯৯৫ থেকে ১৩. ১১. ১৯৯৫ এর মধ্যে পরিগ্রহণ হয় ও ঐ খাতায় ৭০টি মত গ্রন্থের হদিশ মেলে।
৩.	আই. ডব্লু. এল. ই. ই. পি.	০৫. ০৬. ১৯৫৯ থেকে ২০. ১২. ১৯৬২ মধ্যে	৭৫	মোট ৭৫টি গ্রন্থের হদিশ পাওয়া গেছে। প্রতিষ্ঠানটির এখনো পর্যন্ত ঠিকানা পাওয়া সম্ভব হয়নি। গ্রন্থগুলি আসার পর পরই পরিগ্রহনের কাজ হয়ে ছিল।
৪.	ইউ. এস. গভর্নমেন্ট ও ইউ. এস. আই. এস. *	১৬. ০৫. ১৯৫৭ থেকে ২৬. ০৮. ১৯৭৭ মধ্যে	২৫৮২টির বেশি	কলকাতা ও দিল্লির ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিস এর কাছ থেকে দান হিসাবে পাওয়া যায়।
৫.	ইন্ডিয়া হুইট লোন এডুকেশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম, নতুন দিল্লি	১৯৬১	৭৫৩	গ্রন্থগুলি বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে গেছে।

৬.	ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট*	০৩. ১২. ১৯৫৯	প্রায় ১০০	সংস্থাটি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
৭.	ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি, ব্লুমিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৩. ০১. ১৯৬১	১০৫১	এই সংগ্রহে প্রফেসর ওয়াল্টার লেভিস এর দান করা বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রয়েছে। পরিগ্রহন হয় ২৭. ০৩. ১৯৬১ থেকে ৭. ০৪. ১৯৬১ মধ্যে।
৮.	এশিয়া ফাউন্ডেশন *	০৮. ০১. ১৯৫৯ থেকে ২৭. ০৯. ১৯৬৮ মধ্যে	১২১৫টির বেশি	সংস্থাটি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
৯.	কাশিমবাজার রাজ *	১৫. ১২. ১৯৫৯	৪৯৫২	মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার রাজ পরিবারের গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার সংগ্রহ। গ্রন্থসংগ্রহটি শ্রী সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী দান করেছেন। (আরো জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ২২)।
১০.	গভর্নমেন্ট অফ আসাম	১৯৫৮	১৭৪	বহু গ্রন্থ লেনদেন বিভাগে রয়েছে।
১১.	গর্ভনমেন্ট অব ইন্ডিয়া	০২. ১২. ১৯৫৮ থেকে ১৫. ১২. ১৯৬৭ মধ্যে	২৮৭	পরিগ্রহন হয় ০৩. ০১. ১৯৫৯ থেকে ০৩. ০৫. ১৯৬৭ খ্রি. মধ্যে
১২.	গর্ভনমেন্ট অব ওয়েস্টবেঙ্গল	০৮. ০৬. ১৯৬২ থেকে ০৪. ০২. ১৯৬৭ মধ্যে	৩২	পরিগ্রহনের কাজ হয় ১৭. ১২. ১৯৬২ থেকে ২৪. ০২. ১৯৬৭ মধ্যে।
১৩.	জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা *	-	-	৩০০ বেশী গ্রন্থ দান হিসাবে এসেছে।
১৪.	জার্মান কনসুলেট *	-	-	বহু গ্রন্থ লেনদেন বিভাগে রয়েছে।
১৫.	নবজীবন ট্রাস্ট	১১. ০৮. ১৯৫৯ ও ২১. ০৫. ১৯৬২	৪২	পরিগ্রহনের কাজ হয় ২৩. ০৫. ১৯৬২ ও ০৮. ০২. ১৯৬৩ খ্রি.।
১৬.	পেংগুইন বুকস্ লিমিটেড, হারমন্ওর্থ, মিডিল্সেক্স, ইউ. কে.	১৯৬১	৫৩	গ্রন্থগুলি বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে গেছে।
১৭.	প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ *	০৮. ০১. ১৯৫৯ থেকে ২৭. ০৯. ১৯৬৮ মধ্যে	১২১৫টির বেশি	এই সংগ্রহে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দান করা ছোট ছোট সংগ্রহ একসঙ্গে মিশে আছে। এদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অরুণ রায়চৌধুরী, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। (আরো জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ২৪)।
১৮.	বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ *	১৯০৬ থেকে ১৯৫৬	৫০০০ এর অধিক	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে ১৯০৬ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গ্রন্থাগারের সংগ্রহ। পরিষদের গ্রন্থাগারের বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ক্রয় করা গ্রন্থ ছাড়াও সহস্রাধিক গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের

				দান করা। (আরো জানতে দেখুন চতুর্থ অধ্যায়, শাখা নং ২. ২৩)।
১৯.	ব্রিটিশ কাউন্সিল *	১৯৫৮ থেকে ১৯৭৭খ্রি. মধ্যে	১০৭২টির বেশি	কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইবেরি থেকে ধার হিসাবে (Parmanent Loan) পাওয়া যেগুলি মূলত পাঠ্য পুস্তকের সংগ্রহ।
২০.	মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন, ভারত সরকার, নতুন দিল্লি	১৯৬১	৫২	গ্রন্থগুলি বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে গেছে।
২১.	রাশিয়ান এমব্যাসি	১৯৬৮	৩৫০	গ্রন্থগুলি বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে গেছে।
২২.	রোটারী ক্লাব, কলিকাতা	-	-	গ্রন্থগুলি বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে গেছে।
২৩.	স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন	১৯৫৭	৫০	গ্রন্থগুলি বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে গেছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী ও নিউজলেটারগুলি থেকে জানা যাচ্ছে ১৯৫৬ – ১৯৫৭ খ্রি. ১, ৭৭০টি, ১৯৫৭ – ১৯৫৮ খ্রি. ১৩, ৮২৩টি, ১৯৫৯ – ১৯৬০ খ্রি. ৬, ৮২৯টি, ১৯৬০ – ১৯৬১ খ্রি. ৩, ৪৯৩টি, ১৯৬১ – ১৯৬২ খ্রি. ৪, ০০০টি, ১৯৬২ – ১৯৬৩ খ্রি. ৪, ৫২০টি, ১৯৬৩ – ১৯৬৪ খ্রি. ৩, ৮৩০টি, ১৯৬৫ – ১৯৬৬ খ্রি. ৩, ২৫৬টি, ১৯৬৬ – ১৯৬৭ খ্রি. ২, ৫০০টি, ১৯৬৭ – ১৯৬৮ খ্রি. ৩, ৯৬২টি, ১৯৬৮ – ১৯৬৯ খ্রি. ২, ৫৩০টি, ১৯৬৯ – ১৯৭০ খ্রি. ১, ১০৮টি, ১৯৭০ – ১৯৭১ খ্রি. ১, ০২৫টি, ১৯৭১ – ১৯৭২ খ্রি. ৮৭৫টি, ১৯৭২ – ১৯৭৩ খ্রি. ৯২৫টি, ১৯৭৩ – ১৯৭৪ খ্রি. ১, ৪৯০টি, ১৯৭৪ – ১৯৭৫ খ্রি. ৪০০টি, ১৯৭৫ – ১৯৭৬ খ্রি. ৫৯৩টি, ১৯৭৬ – ১৯৭৭ খ্রি. ৭৫০টি গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান হিসাবে গ্রহন করা হয়েছে।

এইরকম আরো অনেক খ্যাতনামা, অখ্যাতনামা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ২টি, ১টি করে গ্রন্থ দান করেছেন। যাদের দান করা গ্রন্থগুলি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের লেনদেন বিভাগ, পাঠকক্ষ বিভাগ, রেফারেন্স বিভাগে ছড়িয়ে গেছে, যেসব গ্রন্থ হাতের কাছে পাওয়া গেছে, বা প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগে ছিল সেগুলি OR সংগ্রহে রাখা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্টগুলি থেকে জানা যায়, ১৯৬২ খ্রি. মিষ্টার কে. কে. বিড়লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবগঠিত গ্রন্থাগারের জন্য দান করেছিলেন ১০, ০০০. ০০ টাকা। এইসব গ্রন্থদাতাদের থেকে যে ৩৭টি নামের সংগ্রহ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আলাদা করে রাখা সম্ভব হয়েছে। (বিশদে জানতে দেখুন এই গবেষণাপত্রের চতুর্থ অধ্যায়)। এছাড়াও ১৯৫৬ খ্রি. থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিতেও বেশ কিছু ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ দান হয়েছে। (বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির দান করা গ্রন্থ ও গ্রন্থদাতা সম্পর্কে জানতে দেখুন এই অধ্যায়ের শাখা নম্বর ২. ৫)

১. ৩ সল্টলেক ক্যাম্পাস গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস হল সল্টলেক ক্যাম্পাস যা ৬, ৯৪০ বর্গফুট এলাকা নিয়ে গঠিত। ঐ সমস্ত বিভাগের সঙ্গে আলাদা করে কোনো বিভাগীয় গ্রন্থাগার নেই। ঐসব বিভাগগুলির জন্য গ্রন্থাগার পরিষেবা দেবার জন্য ১৯৮৯ – ১৯৯০ বর্ষে চালু হয় সল্টলেক ক্যাম্পাস গ্রন্থাগার। যাদবপুরের প্রধান ক্যাম্পাসের মতো ওখানেও গঠিত হয়েছে সেন্টার ফর ডিজিটাল লাইব্রেরি অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন। এখানে চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, কন্সট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রিন্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং), সেন্টার ফর মোবাইল

কম্পিউটিং এন্ড কমিউনিকেশন নামে একটি ইন্টারডিসিপ্লিনারি সেন্টার ও একাডেমিক স্টাফ কলেজ রয়েছে। পাঠকক্ষ রয়েছে ২ টি যেখানে ৮০ জন মিলে পড়া যায়। একটি ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের জন্য অন্যটি ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের জন্য। রয়েছে ডিজিটাল লাইব্রেরি ব্যবহারের সুবিধা। এটি প্রধান ক্যাম্পাসের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। এই গ্রন্থাগারটি ৯টি কার্যকরী সেকশন নিয়ে তার কাজকর্ম সংগঠিত করে চলেছে। এই ক্যাম্পাসের সহ গ্রন্থাগারিক শ্রী অমিত দাসের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংগ্রহের ও অনান্য কাজকর্মের একটি আংশিক চিত্র হল – ২০১১ পর্যন্ত ইংরাজি ও বাংলা মিলিয়ে গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ২৫,০৪০টি। ২০১১ খ্রি. পর্যন্ত লাইব্রেরিতে পাঠক এসেছে প্রায় ১৯,২০০ জন এবং প্রায় ৮,৬৪০টি গ্রন্থ বাড়ীতে ইস্যু করা হয়েছে। ২০১১ খ্রি. হিসাব অনুযায়ী সল্টলেক ক্যাম্পাস গ্রন্থাগারের জন্য ১৩১টি মুদ্রিত পত্রিকা ক্রয় করা হয়, যার মধ্যে ৬২টি দেশী এবং ৬৯টি বিদেশী। [৭]

১. ৪ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণ ও অটোমেশন প্রোগ্রাম

যাদবপুরের প্রধান ক্যাম্পাস ও সল্টলেক ক্যাম্পাসের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার দুটির আধুনিকীকরণ বা অটোমেশন কর্মসূচি শুরু হয়েছিল ৯০-এর দশকে তৎকালীন মুখ্য গ্রন্থাগারিক শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা মহাশয়ের উদ্যোগে। অটোমেশনের কাজ শুরু করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এর ইনফ্লিবনেট প্রজেক্টের অধীনে। ইউনেস্কো প্রবর্তিত সি.ডি.এস/আই.এস.আই.এস. সফটওয়ার ব্যবহার করে গ্রন্থগুলির কম্পিউটার ডাটাবেসের কাজ শুরু হয়। রেট্রোকন্‌ভারসন এর কাজের জন্য প্রজেক্ট মারফত অস্থায়ী কর্মী নিযুক্ত করে প্রায় ২, ২৩, ০০০ গ্রন্থের ডাটাবেস করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে পি.এইচ.ডি. থিসিস ও মেম্বারশিপ ডাটাবেসকরণের কাজ শুরু হয়। শুরু হয় কম্পিউটার সফটওয়ার এর মাধ্যমে গ্রন্থ লেনদেন সংক্রান্ত কাজ। এই সময়ে বাংলা ভাষার গ্রন্থগুলি জিস্ট কার্ডের মাধ্যমে এন্ট্রি করা হত।

২০০৩ সালে এই সি.ডি.এস / আই.এস.আই.এস. সফটওয়ারটি পরিবর্তন করে গ্রন্থাগারে চালু হল লিবসিস সফটওয়ার। বর্তমানে বুক ডেটাবেসে প্রায় ৬ লক্ষের বেশী রেকর্ড রয়েছে। রয়েছে ১১৩৭ টির অধিক থিসিসের ডেটা। মেম্বারশিপ রেকর্ড রয়েছে প্রায় ১০, ০০০ এর বেশী। এই লিবসিস সফটওয়ার গ্রন্থাগারের প্রতিটি সেকশনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্যাম্পাসের যেকোনো স্থান থেকে ল্যান এর মাধ্যমে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ দেখার জন্য ব্যবহার করতে হবে http://libtermsrv.jdvu.ac.in –এই সাইটটি।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অটোমেশনের সাম্প্রতিকতম পদক্ষেপ হল স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে গ্রন্থলেনদেন ও পুস্তকমঞ্চ পরিচালনার জন্য রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (RFID) প্রজেক্ট গ্রহণ যা ভবিষ্যতে চালু হতে চলেছে। এই RFID প্রজেক্টের সাহায্যেকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সারকুলেশন বিভাগটি অটোমেট করার কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৫০,০০০ গ্রন্থের ট্যাগ লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ৫০,০০০ গ্রন্থের ট্যাগের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিতেও এই প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রন্থ লেনদেন, স্টক ভেরিফিকেশন প্রভৃতির কাজ শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। [৮]

১. ৫ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রকাশনা

১৯৫৬ খ্রি. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রকাশ করছে নানারকম গ্রন্থপঞ্জি, জীবনমূলক গ্রন্থ, লাইব্রেরি বুলেটিন ইত্যাদি আভ্যন্তরীন ও গবেষণা-তথ্যমূলক প্রকাশনা। ১৯৫৬ থেকে পরবর্তী কয়েক দশকে কয়েক খন্ড প্রকাশিত হয়েছে সাইক্লোস্টাইল করা ‘List of New Addition’। ১৯৯১ খ্রি. থেকে কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে ‘Library bulletin : a select list of addition’। কেন্দ্রীয়

গ্রন্থাগার ২০১২ খ্রি. পর্যন্ত যে সব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, মুদ্রিত সুচি, রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকাশ করেছে সেগুলো হল – (১) Catalogue of Theses available in Central Library. 2 v. (প্রকাশিত হয় ২০০৮) (২) Journals Database & E-books (২০০৫ থেকে ২০১২ খ্রি. পর্যন্ত নিয়মিত তথ্য সংযোজন ও পরিবর্তন সহ আপডেট) (৩) Journals Inflibnet & subscribed, 2013 – 2014 (প্রকাশিত হয় ২০১৪) (৪) JU Library – A brief profile (প্রকাশিত হয় ২০০৮) (৫) Know Your Library (প্রকাশিত হয় ২০১২) (৬) National Council of Education, Bengal : a list of document (প্রকাশিত হয় ২০০৮) (৭) Sudhindranath Datta and Rajeshwari Datta Collection : a list of documents (প্রকাশিত হয় ২০০৮) (৮) Triguna Sen Collection : a list of documents (প্রকাশিত হয় ২০০৮) (৯) Cossimbazar Raj Collection : a list of documents (প্রকাশিত হয় ২০১৪) (১০) অনন্য সুধীন্দ্রনাথ : জীবন ও রচনাপঞ্জি (প্রকাশিত হয় ২০০৪)।

প্রসঙ্গক্রমে জানাই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী প্রদীপ চৌধুরি লিখেছেন 'Books and monographs on Calcutta at Jadavpur University, Central Library'। তালিকাটি দেখতে পাওয়া যাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউজলেটারের খণ্ড ১, সংখ্যা ৪ (পৃ. i – vii), খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ১৯৮৮ (পৃ. ২২-২৪)। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন সম্পর্কে লেখা প্রকাশিত হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউজলেটারের খণ্ড ২, সংখ্যা ২ (পৃ. ২০), কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত প্রচুর মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিস এর বিবরণ পাওয়া যাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউজলেটারের খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ১৯৮৬ (পৃ. ২০)।

১. ৬ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে সেমিনার, বক্তৃতা ও পুস্তক প্রদর্শনী

২০০২ – ২০১২ পর্যন্ত যে সমস্ত গ্রন্থাগারকর্মীদের ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, বক্তৃতা সংগঠিত হয়েছে তার কালানুক্রমিক তালিকা :

ক্রমিক সংখ্যা	ওয়ার্কশপ / সেমিনার / আলোচনা / বক্তৃতা	তারিখ	স্থান
১.	ইনফ্লিবনেট রিজিওনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন লাইব্রেরি অটোমেশন	জুলাই ১৫ – ১৯, ২০০২	যা. বি. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
২.	লিবসিস সফটওয়ার ট্রেনিং প্রোগ্রাম (১ম লেভেল)	জুন ১৮ – ১৯, ২০০৩	যা.বি. সল্টলেক ক্যাম্পাস
৩.	ন্যাশনাল সেমিনার অন অ্যাকসেস টু স্কলারলি ইলেকট্রনিক জার্নালস্ / ডেটাবেসেস আন্ডার ইউ. জি. সি. ইন্‌ফোনেট প্রোগ্রাম	ডিসেম্বর ১০ – ১১, ২০০৪	আই আই সি বি সেমিনার হল, যাদবপুর
৪.	এন. সি. ডি. এল. ই. টি ২০০৫ প্রোগ্রাম	জানুয়ারি ৭, ২০০৫	যা. বি. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
৫.	ডি. ই. এল. এন. ই. টি. ওয়ার্কশপ কাম ওরিয়েনটেশন প্রোগ্রাম	মার্চ ১৫, ২০০৫	যা. বি. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
৬	সেমিনার অন লিবসিস / ডিস্পেস	ফেব্রুয়ারি ২২, ২০০৬	যা. বি. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
৭.	ওয়ার্কশপ অন ডিসিসন টেবিল অন ক্যাটালগিং রুলস (এ. এ. সি. আর. ২ আর, ১৯৮৮ - ২০০৫)	মার্চ ৬ – ৮, ১০, ২০০৬	যা. বি. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
৮.	ওয়ার্কশপ অন সি. ডি. ক্যাটালগিং	মার্চ ২১ – ২২, ২০০৭	যা. বি. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
৯.	লেকচার অন জি. এস. ডি. এল (ডিজিট্যাল লাইব্রেরি সফটওয়ার)	মার্চ ২৮, ২০০৭	যা. বি. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
১০.	ওয়ার্কশপ অন লিবসিস সফটওয়ার	জুলাই ৩১শে ও আগস্ট ২, ২০০৭	যা. বি. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
১১.	সেমিনার অন ওয়েব ২.০ এ্যন্ড লাইব্রেরি ২.০	মার্চ ৩১, ২০০৪	যা. বি. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
১২.	ওয়ার্কশপ অন প্রিজারভেশন অ্যান্ড বাইন্ডিং	জুন ১১ – ১৪, ২০০৮	যা. বি. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় গ্রন্থাগার
১৩.	ওয়ার্কশপ অন ডিফারেন্ট আসপেক্ট অফ লাইব্রেরি অটোমেশন / ডেমনস্ট্রেশন অন ডিস্পেস (ডিজিট্যাল লাইব্রেরি সফটওয়ার)	মার্চ ২৩ - ২৫, ২০০৯	যা. বি. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

১৪.	প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড ডেমনস্ট্রেশন অফ লিবসিস ৭ এবং এল-স্মার্ট-আর. এফ. আই. ডি. সিস্টেম	মার্চ ১৯, ২০০৯	যা. বি. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
১৫.	ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইউজ অফ ইলেকট্রনিক রিসোর্সেস	এপ্রিল ৫ – ৮, ২০১১	যা. বি. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
১৬.	গ্রোইং সেট অফ ই রিসোর্সেস অন জেস্টোর প্ল্যাটফর্ম	নভেম্বর ২১, ২০১৪	এইচ, এল. রায় অডিটোরিয়াম, যা. বি.

এছাড়াও অনেক ই-জার্নাল, ই-বই, ডাটাবেস, ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রভৃতি সফট্ওয়ারের ডেমনস্ট্রেশন, বঙ্গভঙ্গের ১০০ বছর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০ বছর পূর্তিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা ও অমিতা রায়চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা - সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, বিজ্ঞান ও কারিগরি তিনটি ফ্যাকাল্টির অধীনে ৩৬টি বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং বিভাগ সংলগ্ন ৩৪টি সেন্টার ও ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্কুলগুলিতে বেশ কিছু পৃথক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। নতুন নতুন বিষয়ের শিক্ষাদান ও গবেষণার প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন বিভাগ, সেন্টার ও ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্কুল প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। আগেই বলেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে সেন্ট্রালাইজ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা কেনা, তার সূচিকরণ, বর্গিকরণ, ডাটাবেস তৈরী করা সবই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে হয়ে থাকে। বিভাগগুলির জন্য বিভিন্ন স্কিম, গ্রন্থক্রয় খাতে প্রতি বছরের জন্য বই, পত্রপত্রিকা, ই-জার্নালের আলাদা আলাদা বাজেট থাকে। বিভাগগুলিতে সংশ্লিষ্ট কোর্সের বই, পত্রপত্রিকার পাঠকক্ষ পরিষেবা, ইন্টারনেট ও ডাটাবেস পরিষেবা, ক্যাম্পাস ল্যান ও নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে ডিজিটাল লাইব্রেরি ইত্যাদি পরিষেবা প্রদান করা হয়। গ্রন্থাগার পরিচালনার নিয়মকানুন কোনো কোনো বিভাগের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হলেও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়। [৯]

শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠেছিল। ফ্যাকাল্টি অফ টেকনোলজি ছাড়াও ১৯৫৫ খ্রি. থেকে কলা ও বিজ্ঞান বিষয়গুলিকে অর্ন্তভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর ফলস্বরূপ ১৯৫৬-৫৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস ও ফ্যাকাল্টি অফ সাইন্স এর অধীনে বিভিন্ন বিষয়ের পঠনপাঠন শুরু হয়। বিভাগগুলির নাম, তাদের প্রতিষ্ঠার সাল ও তাদের গ্রন্থসংখ্যা নীচে দেওয়া হল (৩১. ০৩. ২০১২ পর্যন্ত পরিগ্রহণ খাতা ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থনির্বাচন ও ক্রয় বিভাগের খাতা থেকে প্রাপ্ত তথ্য)

২. ১ কারিগরী অনুষদ - এর গ্রন্থাগার (Faculty of Engineering & Technology - Library)

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	বিভাগ / বিভাগীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সাল	গ্রন্থসংখ্যা (৩১.৩.২০১২ পর্যন্ত)
১.	অ্যাডাল্ট অ্যান্ড কন্টিনিউয়িং এডুকেশন অ্যান্ড এক্সটেনশন	১৯৮৩	৫৬৬
২.	ইনফরমেশন টেকনোলজি	১৯--	৪৪০৮
৩.	ইনস্ট্রুমেন্টেশন এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (সল্টলেক ক্যাম্পাস)	১৯৬৬	৭১২৯
৪.	ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯৫৭	১১৬৭২
৫.	ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯০৬	১৩৯৪১
৬.	কন্সট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (সল্টলেক ক্যাম্পাস)	১৯৮৯	৩৫২৮

৭.	কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯৮১	৭১৯৫
৮.	কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯২১	৬৪২৭
৯.	পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং (সল্টলেক ক্যাম্পাস)	১৯৮৯	৬০৯৭
১০.	প্রিন্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং (সল্টলেক ক্যাম্পাস)	১৯৮৮	১৪৩৪
১১.	প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯৮০	৮৭০৩
১২.	ফার্মাসিউটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯৬৩	৪৭৬১
১৩.	ফুড টেকনোলজি অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯৬৪	৪৩৬৫
১৪.	মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯০৬	১৪৩৮২
১৫.	মেটালার্জিক্যাল অ্যান্ড মেটিরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯৫৬	৫১৫৮
১৬.	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯৫৬	১২৬৪০
১৭.	স্থাপত্যবিদ্যা (Architecture)	১৯৬৫	৫১৬৫

২. ২ কলা অনুষদ - এর গ্রন্থাগার (Faculty of Arts – Library)

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম ও প্রতিষ্ঠার সাল	বিভাগ / বিভাগীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সাল	গ্রন্থসংখ্যা (৩১.৩.২০১২ পর্যন্ত)
১৮.	অর্থবিদ্যা	১৯৫৬	৭২৪৮
১৯.	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (International Relation)	১৯৫৬	৮১০০
২০	ইতিহাস	১৯৫৬	৮৯৫৯
২১.	ইংরাজি	১৯৫৬	৯১৩২
২২.	এডুকেশন (এই বিভাগের অধীনে বি এড সহ গ্রন্থাগার চালু হয়েছে – গ্রন্থসংখ্যা – আনুমানিক ১০ হাজার)	২০১২	৪০৮
২৩.	গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান	১৯৬৪	৩৯০০
২৪.	চলচ্চিত্রবিদ্যা	১৯৯৩	৩০২২
২৫.	তুলনামূলক সাহিত্য (Comperative Literature)	১৯৫৬	১৬৯৮৬
২৬.	দর্শন	১৯৬৪	১১০৮৬
২৭.	বাংলা	১৯৫৬	২১২৬৯
২৮.	শারীরশিক্ষা	১৯৯০	২৪১৩
২৯.	সমাজবিদ্যা / সমাজবিজ্ঞান	২০০১	৪৪০
৩০.	সংস্কৃত	১৯৫০	১৩৫৮৩

২. ৩ বিজ্ঞান অনুষদ - এর গ্রন্থাগার (Faculty of Science – Library)

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম ও প্রতিষ্ঠার সাল	বিভাগ / বিভাগীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সাল	গ্রন্থসংখ্যা (৩১.৩.২০১২ পর্যন্ত)
৩১.	গনিত	১৯৫৬	১৪৭১২
৩২.	পদার্থ বিদ্যা (এর মধ্যে M. Sc. Electronics কোর্সের গ্রন্থ ৭৯৫ টি)	১৯৫৬	৬২৩৮
৩৩.	ভুগোল বিদ্যা (গ্রন্থাগার এখনো চালু হয়নি)	----	২৭৮
৩৪.	ভূ-তত্ব / ভূবিদ্যা বিজ্ঞান	১৯৫৬	৪৩১৭
৩৫.	রসায়ন বিদ্যা	১৯৫৬	৩৯৬৩
৩৬.	লাইফ সাইন্স এন্ড বায়োটেকনোলজি	১৯৯৩	৭৮৬

২. ৪ সেন্টার ও ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডিজ - এর গ্রন্থসংগ্রহ

ক্রমিক সংখ্যা	সেন্টার ও ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্কুলগুলির নাম	কোন বিভাগের অধীনে	গ্রন্থসংখ্যা (৩১.৩.২০১২ পর্যন্ত)
১.	রবীন্দ্রনাথ স্টাডিজ সেন্টার	ইংরাজি	১৪৫
২.	সেন্টার ফর শ্রীঅরবিন্দ স্টাডিজ	দর্শন	৮৫১
৩.	সেন্টার ফর আম্বেদকর স্টাডিজ	গ্রন্থগুলী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে থাকে	২৯২
৪.	সেন্টার ফর ইন্ডোলজি	সংস্কৃত	৩৩
৫.	সেন্টার ফর ইন্সট্রুমেন্টেসন সাইন্স	অঙ্ক	৭১৫
৬.	সেন্টার ফর এডিটিং অ্যাজ এ স্কিল প্রোগ্রাম	ইংরাজি	২২৬
৭.	সেন্টার ফর কগনিটিভ সাইন্স	দর্শন	৫২৭
৮	সেন্টার ফর কাউন্সিলিং সার্ভিস অ্যান্ড স্টাডিজ অন সেল্‌ফ ডেভেলপমেন্ট	দর্শন	১৯
৯.	সেন্টার ফর গ্লোবাল চেঞ্জ প্রোগ্রাম	অর্থনীতি	৮৪
১০.	সেন্টার ফর ন্যানো সাইন্স এন্ড টেকনোলজি	মেটালার্জিক্যাল অ্যান্ড মেটিরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং	২৭৯
১১.	সেন্টার ফর টেগর স্টাডিজ	ইংরাজি	৭১৩
১২.	সেন্টার ফর ডকুমেন্টেশন ফর রেয়ার টেক্সট	ইংরাজি	২২৬
১৩.	সেন্টার ফর ডিজিটাল লাইব্রেরি অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন	কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর ক্যাম্পাস	আলাদা করে গ্রন্থ নেই। বৈদ্যুতিন পত্রিকা, ডাটাবেস, ই-বুক পোর্টাল পাঠকেরা দেখতে পান।
১৪.	স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টার ফর টেকনিক্যাল ম্যানপাওয়ার ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ	প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং	৩৮৯
১৫.	সেন্টার ফর মার্ক্সিয়ান স্টাডিজ	অর্থনীতি	১১১
১৬.	সেন্টার ফর মোবাইল কম্পিউটিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন (সল্টলেক ক্যাম্পাস)	সল্টলেকে নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে	৫৭৯
১৭.	সেন্টার ফর রিফুউজি স্টাডিজ	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ	৩০৪
১৮.	সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন কালচারাল প্রসেস	ইংরাজি	৮৯

- **ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্কুলগুলির নাম**

১৯.	স্কুল অফ অ্যাডভান্স স্টাডিজ পলিউশন কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং	কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১৫
২০.	স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন এন্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	২২৮
২১.	স্কুল অফ ইলিউমিনেশন সাইন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ডিজাইন	ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১০৫
২২.	স্কুল অফ উইমেন স্টাডিজ	নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে	৩৫৬৬
২৩.	স্কুল অফ এনভাইরনমেন্টাল রেডিয়েশন অ্যান্ড আরকিওলজিক্যাল সাইন্স	বিজ্ঞান অনুষদ এর অধীন	৩৬
২৪.	স্কুল অফ এনভাইরনমেন্টাল সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে	৩৯৩
২৫.	স্কুল অফ এনার্জি স্টাডিজ	ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১৬৯
২৬.	স্কুল অফ এডুকেশনাল টেকনোলজি	নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে	১৫৩৯
২৭.	স্কুল অফ ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং	নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে	৬৫৭

২৮.	স্কুল অফ ওসানোগ্রাফিক স্টাডিজ	বিজ্ঞান অনুষদের অধীন	২১১
২৯.	স্কুল অফ কালচারাল টেকস্ট এন্ড রেকর্ডস	ইংরাজি	৯১
৩০.	স্কুল অফ বায়োসাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	কারিগরি অনুষদ এর অধীন	২৮৭
৩১.	স্কুল অফ মিডিয়া, কমিউনিকেশন এন্ড কালচার	ইংরাজি	১১৬
৩২.	স্কুল অফ মেটিরিয়াল সাইন্স এন্ড ন্যানোটেকনোলজি	মেটালার্জিক্যাল অ্যান্ড মেটিরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং	২৬২
৩৩.	স্কুল অফ লিংগুইস্টিক এন্ড ল্যাংগুয়েজ	ইংরাজি	৬১
৩৪.	স্কুল অফ লেজার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে	২০

বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধী ভবনে গান্ধী স্টাডিজ সেন্টার নামে ১৯৬৮-৬৯ সালে একটি বিভাগ ও গান্ধীজি সম্পর্কীত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা নিয়ে একটি দারুন গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। এখানে গান্ধীজির মতবাদ, জীবন ও রচনা নিয়ে নিয়মিত বক্তৃতা, সেমিনার অনুষ্ঠিত হত। ৭০এর দশকে অশান্ত নকশাল আন্দোলনের সময় এই সেন্টারের গ্রন্থাগারটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে এই সেন্টারটির অস্তিত্ব নেই। [১০]

২. ৫ বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিতে ব্যক্তিগত ও বিশেষ সংগ্রহ

অনুসন্ধান করে দেখতে পাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের গ্রন্থাগারগুলিতেও বেশ কিছু ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ দান হয়েছে যা ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক গবেষকদের দৈনন্দিন পরিষেবায় ব্যবহৃত হচ্ছে। বেশিরভাগ গ্রন্থাগারগুলিতে দান করা গ্রন্থগুলি মিশে গেছে। গুরুত্বপূর্ন বিশেষ কিছু গ্রন্থসংগ্রহ বা গ্রন্থদাতার একটি নির্বাচিত তালিকা ও গ্রন্থসংখ্যা নিচে দেওয়া হল –

ক্রমিক সংখ্যা	**বিভাগীয় গ্রন্থাগারের নাম**	**সংগ্রহ বা কালেকশনের নাম**	**গ্রন্থসংখ্যা**
১.	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	প্রফেসর এ কে বি গ্রন্থসংগ্রহ	প্রায় ১৫০টি
		প্রফেসর জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থসংগ্রহ	প্রায় ২৫০টি
২.	ইতিহাস	এ এম গ্রন্থসংগ্রহ	৪৯টি
		এস কে মাইতি গ্রন্থসংগ্রহ	১৪টি
		প্রফেসার এন পি শিল গ্রন্থসংগ্রহ	২২টি
		জে এন সরকার গ্রন্থসংগ্রহ	৬৯টি
		বি কে এম গ্রন্থসংগ্রহ	১৭৭টি
৩.	ইংরাজি	কিটি দত্ত গ্রন্থসংগ্রহ	১০০টির বেশি
	এই বিভাগীয় গ্রন্থাগারটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে স্বাগতম দে গ্রন্থাগার নামে ঐ বিভাগের ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত আর একটি গ্রন্থাগার চলছে যার সংগ্রহ সংখ্যা ৪০০০-এর বেশি। [রুবি চ্যাটার্জী গ্রন্থসংগ্রহ – ১৮০০ ; স্বাগতম দে গ্রন্থাগার – ৮০০ ; প্রফেসর সজ্‌নি মুখার্জি গ্রন্থসংগ্রহ – ১০০ ; বাদ বাকী ইংরাজি বিভাগের গ্রন্থাগার থেকে দেওয়া বেশ কিছু গ্রন্থ]		
৪.	গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান	অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়	৫০ টির বেশি
		মঙ্গলাপ্রসাদ সিংহ	৫০ টির বেশি
		এছাড়াও ড. আদিত্য ওহদেদার (প্রয়াত), প্রফেসর প্রবীর রায়চৌধুরী (প্রয়াত) ও শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা কিছু বই দিয়েছেন।	
৫.	চলচ্চিত্রবিদ্যা	সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা গ্রন্থসংগ্রহ	প্রায় ৫০টি

৬.	তুলনামূলক সাহিত্য	ডেভিড জে ম্যাকাচিও গ্রন্থসংগ্রহ	
		ফাদার আতোয়াঁ গ্রন্থসংগ্রহ	
		সুবীর রায়চৌধুরী গ্রন্থসংগ্রহ	
		মানবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থসংগ্রহ	
৭.	দর্শন	কালিকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থসংগ্রহ	২৫০টি
		তীর্থনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থসংগ্রহ	প্রায় ৫০টি
		শৈলজারঞ্জন ভট্টাচার্য	১০০টি
৮.	ফুড টেকনোলজি ও বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী	১৩টি
		শান্তিরঞ্জন ভৌমিক	৩০ টি
		এছাড়াও ব্রিটেন থেকে দান হিসাবে পাওয়া ২৮৫ টি পাঠ্য পুস্তক	
৯.	রসায়ন	বিশেষ সংগ্রহ আলাদা ভাবে রাখা নেই। বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের দেওয়া প্রায় ১০৬টি গ্রন্থ একসঙ্গে মিশে গেছে।	
১০.	বাংলা	অজিত দত্ত গ্রন্থসংগ্রহ	প্রায় ১০০টি
১১.	সংস্কৃত	চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থসংগ্রহ	প্রায় ৬০টি
		সদানন্দ ভাদুড়ী গ্রন্থসংগ্রহ	প্রায় ৩০০টি
		রামদাস কাঠিয়াবাবা গ্রন্থাগার (এটি সুখচরের স্বামী সন্তদাস নিম্বার্ক দর্শন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রী মহন্ত স্বামী ধনঞ্জয় দাসজী দান করেন)	২০০টির বেশি

৩ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পরিষেবা

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি তার নিজস্ব ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, গবেষক, আধিকারিক ও ভারতবর্ষের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ব্যবহারকারীদের জন্য যে সমস্ত প্রধান প্রধান পরিষেবাগুলি দিয়ে থাকে তা হল : গ্রন্থ লেনদেন পরিষেবা, পাঠকক্ষ পরিষেবা, মুদ্রিত পত্রিকা ও বৈদুতিন পত্রিকা পরিষেবা, প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পরিষেবা, কার্ড সূচি – ওপ্যাক ও ওয়েব ওপ্যাক পরিষেবা, রেফারেন্স গ্রন্থ পরিষেবা, ডিজিটাল লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন পরিষেবা, রেপ্রোগ্রাফী পরিষেবা, আন্তগ্রন্থাগার গ্রন্থপ্রদান পরিষেবা, ক্যাস ও এস. ডি. আই. পরিষেবা, পত্রিকা প্রবন্ধ সরবরাহ পরিষেবা (JCCC @ UGC – Infonet এর অধীনে) ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাহিরে ডিজিটাল লাইব্রেরি পরিষেবা (বর্তমানে অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও আধিকারিকদের জন্য প্রদত্ত) ইত্যাদি।

৪ গ্রন্থাগার পরিষেবার সময়

গ্রন্থাগার পরিষেবা দেবার সময় হল – **যাদবপুরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার** – সোমবার থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে রাত ৮.৩০টা। শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫.৩০টা। রবিবার : সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা। **সল্টলেক ক্যাম্পাসের গ্রন্থাগার** – সোমবার থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে রাত ৭.০০টা। শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫.৩০টা। রবিবার : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৬.০০টা। **বিভাগীয় গ্রন্থাগার** – সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭.০০টা। মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫.৩০টা। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ সহ অনান্য কিছু গ্রন্থাগার রাত্রি ৮.০০ পর্যন্ত খোলা

থাকে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সল্টলেক ক্যাম্পাসের গ্রন্থাগার ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ছুটির দিনগুলিতেই বন্ধ থাকে। এছাড়া অন্য সব দিন পাঠকরা পরিষেবা পেয়ে থাকে। [১১]

৫ উপসংহার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিয়ে লেখার প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম এই গবেষণার মাধ্যমে করা হল, যা গ্রন্থাগারের বার্ষিক রিপোর্ট, নিউজলেটার, বিভিন্ন প্রকার পুস্তিকা, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নানাবিধ প্রকাশনা ও প্রাক্তন গ্রন্থাগারকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে রচিত হয়েছে। আগেই বলেছি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা হল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগার, বিভিন্ন স্কুল ও সেন্টারের গ্রন্থাগার, ডিজিটাল লাইব্রেরি অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন ও সল্টলেক ক্যাম্পাসের গ্রন্থাগার এইগুলির সম্মিলিত কার্যপ্রনালীতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের (ই.সি.) তত্ত্বাবধান ছাড়াও রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি কমিটি। এছাড়াও ই. সি. রেজলিউশন বলে প্রত্যেক বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিতে রয়েছে ডিপার্টমেন্টাল লাইব্রেরি কমিটি। এই সমস্ত কমিটিগুলি গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠ পরিচালনা ও উন্নত গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহন, নিয়ম নীতি নির্ধারণ ও প্রনয়ন করে।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নত পরিষেবা প্রদানের বহু কাজ এখনো বাকী। উপযুক্ত বাস্তবমুখী গ্রন্থাগার নীতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারকর্মী, ব্যবহারকারী ও কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে এর কর্মবিস্তৃতির প্রকাশ ঘটবে। পরিশেষে বলি, যেহেতু গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি এই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের তাই গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের মূলসূত্রটিকে ইতিহাসগত ভাবে জানতে গ্রন্থাগারের পরিচয় তুলে ধরা হল। আশাকরি, এই অধ্যায়টি বর্তমান গবেষণাপত্রটিকে সুষ্ঠভাবে জানতে সাহায্য করবে।

তথ্যসূত্র

১ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১৯০৬ – ৫৬ : সুবর্ণজয়ন্তী. কলিকাতা : জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ১৯৫৬ ? ৬ পৃ. ;
www.jaduniv.edu

২ Jadavpur University. Annual report , 24. 12. 1955 to 31. 03. 1958. Kolkata : Jadavpur University, 1958. 30 p.

৩ Jadavpur University. Newsletter, vol. 4, no. 1, 1994. Kolkata : Jadavpur University, 1994. p. 22

৪ JU Library : a brief profile. Kolkata : Jadavpur University, 2008. 38 p. ;
Know Your Library. Kolkata : Jadavpur University, 2008. 24 p. ;
Lal, Ananda. The Lamp in the Lotus : a history of Jadavpur University. Kolkata : Jadavpur University, 2005. 88 p.

৫ National Council of Education, Bengal : Annual report, 1907. Calcutta : The Council, 1907. p. 30 – 31, Appendix C, Pt. I (p. 16) ; Jan. 1947 – June 1949

৬ Jadavpur University. Op. Cit. 30 p.

৭ Know Your Library. Op. Cit. 24 p.

৮ Ibid. 24 p.

[৯] Ibid. 24 p.

[১০] University Departments. *In* Sixty seventh session of the Indian Science Congress, 1–5 Feb., 1980 : Souvenir. Kolkata : Jadavpur University, 1980. P. 29

[১১] Know Your Library. Op. Cit. 24 p. ;
Achievement during Xth plan period and requirements during XIth plan period : Central Library, JU. Kolkata : JU, 2008. 16 p.